ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 September, 2023 ■ আগরতলা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২১ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় আজ ভোট গণনা

ময়দান ছাড়া নিয়ে চাপ বাড়ছে বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শুক্রবার সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের গণনা কেন্দ্রে সকাল আটটা থেকে শুরু হবে বক্সনগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট গণনার কাজ। গণনাকে কেন্দ্র করে গোটা জেলাতেই আটোসাটো করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এমনটাই জানিয়েছেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ডক্টর বিশাল কুমার। পৃথক দুটি হলে গণনা হবে দুই বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম গুলির। প্রতিটিতেই ৬ রাউন্ড করে গণনা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক। প্রায় ১৫০০ মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ান গণনা কেন্দ্রের বাইরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। জেলা নির্বাচনী আধিকারিক আরো জানান। এদিকে ভোট গণনা থেকে বামেরা বয়কট করায় বামেদের

কোন এজেন্ট থাকছে না গণনা কেন্দ্রে। ফলে লড়াইটা একতরফাই হয়ে গেল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২৩ শে নির্বাচনে ত্রিপুরা মাথা প্রার্থী দিয়ে ভোট কাটলেও এবার বামেরা একাই এই কেন্দ্রে লড়াই করছে বিজেপির সঙ্গে। ফলে ত্রিমুখী লড়াই না হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোর তোর হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল। যদিও বামেরা নির্বাচন হওয়ার পরে সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে ময়দান ছেড়ে দিয়েছে। ফলে ভোটের ফলাফল এখন বিজেপির দিকেই। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বক্সনগর এবং ধনপুর দুই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হবার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু দেখার বিষয় যেহেতু সিপিএম ২ কেন্দ্রীয় প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস এবং মাথা প্রার্থী দেয়নি তবে সিপিএম প্রার্থী কতটা জোটের ভোট পেল। কংগ্রেস- মথার ভোট পেয়েছে তা নিয়ে ই এখন জোর চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। গোটা চিত্রটি শুক্রবার দুপুরের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে বামেদের এভাবে ময়দান ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ওই সমস্ত এলাকার বাম ভোটারদের মধ্যেও হতাশার তৈরি হয়েছে। তাদের অনেকেরই বক্তব্য এতদিন লড়াই করে শেষ পর্যন্ত লড়াই ময়দান ছেড়ে বামেদের এইভাবে চলে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হয়নি। তারা মনে করছে এর থেকে জনগণ আগামী দিনে বামেদের প্রতি আস্থা রাখতে পারবে না। কারণ জনগণ মনে করছে ভোটে সন্ত্রাসের বিষয়টি নিয়ে শুধুমাত্র রাজ্য নয় বহির রাজ্যের মানুষও দেখেছেন। সুতরাং বামেদের পরাজয়ের বিষয়টি জনগণ নিশ্চয়ই ভাববেন। তবে যারা এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভোট দিয়েছেন তাদের বিষয়টি কিভাবে দেখবেন বাম নেতৃত্ব তা নিয়ে ই চলছে জল্পনা। কারণ একটি অংশ এখনো বামেদের হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে একথা অস্বীকার করা চলবে না। তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে ২০১৮ সালে ক্ষমতা হারানোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মধ্যরাতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। নেশার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ত্রিপুরা পুলিশের। তারপরও রাজ্যে নেশাসামগ্রী পাচার ও বিক্রয় পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে নেশা সামগ্রী পাচারকালে আটক করা হলেও এই নেশা কারবারের পান্ডাদের জালে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার গভীর রাতে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডা. কিরণ কুমার ও নিশ্চিন্তপুর বিএসএফ ৪২ নং বিওপি যৌথভাবে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ৯০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, ৬২ গ্রাম হেরোইন এবং খালি কৌটা সহ নগদ অর্থ উদ্ধার করেছে পুলিশ।সাথে বাড়ির মালিককে আটক করা হয়েছে। জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পশ্চিম থানায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথের বলি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ জেলার সাব্রুমে স্কুটি দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু সাব্রুম গ্রামীন ব্যাঙ্কের সহকারী ম্যানেজার রাজীব দে-র। গুরুতর ভাবে আহত অপর সহকারী ম্যানেজার অনুপম দত্ত।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় সাব্রুম গ্রামীণ ব্যাংকের সহকারী ম্যানেজার রাজীব দে এবং অপর সহকারী ম্যানেজার অনুপম দও বুধবার রাতের বেলায় স্কুটি নিয়ে বের হন। কিন্তু রাত গভীর হয়ে যাওয়ার পরও তারা বাড়ি ফিরে যান নি। অন্যান্য সহকর্মীরা তাদের অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত-বাংলাদেশ ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

আজ দিল্লিতে বৈঠক মোদী ও হাসিনার

মনির হোসেন

ঢাকা, সেপ্টেম্বর ০৭: শুক্রবার নয়াদিল্লিতে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকের আগে ঢাকা-নয়াদিল্লির মধ্যে তিনটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হবে। বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। নয়াদিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর যোগ দেওয়া নিয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিদেশমন্ত্রী জানান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে আগামী ৮-১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠেয় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ভারত সফর করবেন। তিনি ৮ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লি যাবেন। এদিন বিকেলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। যেখানে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হবে বলে আশা করা যায়।

তিন এমওইউ প্রসঙ্গে মোমেন বলেন, একটি হচ্ছে, কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা সহযোগিতা। এটি দুই দেশের মধ্যে কৃষি গবেষণা খাতে জোরদার ভূমিকা পালন করবে। আরেকটি হচ্ছে, সাংস্কৃতিক চুক্তি- ২০২৩ থেকে ২৫ পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য। আরেকটি হচ্ছে, ভারতের এনপিসিআই ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক, এর মাধ্যমে দুই পক্ষের মধ্যে নেটওয়ার্ক-টু-নেটওয়ার্ক সংযোগের মাধ্যমে রুপি-টাকা পারস্পরিক লেনদেনের সম্পাদন সহজ হবে।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়ে সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, বিভিন্ন সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতা, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমমনা অবস্থান দুই দেশের সম্পর্ককে গভীরতর করেছে। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে দুই দেশের সম্পর্ক অভাবনীয় গতি লাভ করেছে, যা সোনালি অধ্যায় হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে অন্যতম বন্ধুপ্রতীম এবং সহযোগী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করে বলেই জি-২০ সম্মেলনে অতিথি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ করেছে। হাসিনার সফরসূচিতে যা থাকছে : শনিবার জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী দুটি অধিবেশনে বক্তব্য দেবেন। এ প্রসঙ্গে মোমেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী এক বিশ্ব এবং এক পরিবার শীর্ষক দুটি অধিবেশনে বক্তব্য দেবেন। তিনি বর্তমান বিশ্ব সম্প্রদায়, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউদে জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা মহামারি পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, ইউরোপে যুদ্ধের ফলে জ্বালানি-খাদ্যপণ্য-সারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের বৈশ্বিক সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার মতো যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে তা মোকাবিলার বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরবেন। তিনি বলেন, পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশের অর্জিত অভাবনীয় সাফল্যের অভিজ্ঞতা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করবেন। বিদেশমন্ত্রী জানান, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সরকারপ্রধান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস ছাড়লেন সুরমা কেন্দ্রের প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ধলাই জেলায় বিরোধী শিবির ছেড়ে শাসক শিবিরে যোগদানের প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। সংগঠনকে মজবুত করতে শাসক দল কোমর বেধে ময়দানে নেমেছে। ইতিমধ্যেই সাফল্য আসতে শুরু করেছে।

২০১৮ সালের ৪৬ নং সুরমা বিধানসভার কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী তাপস দাস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ইসকন মন্দিরে খুঁদে কৃষ্ণরা। ছবি- নিজস্ব।

'উই লাভ ভারত' লেখা প্ল্যাকার্ডে অভ্যর্থনা

জাকার্তা থেকে দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী

জাকার্তা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের নাম বদলের জল্পনার মাঝে ইন্দোনেশিয়ায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভ্যর্থনা জানান হল 'উই লাভ ইন্ডিয়া' নয়, 'উই লাভ ভারত' লেখা প্ল্যাকার্ড-এ।

বৃহস্পতিবার আসিয়ান-ইন্ডিয়া সামিটে যোগ দিতে জাকার্তা পৌঁছন মোদী। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়েছিলেন বেশ কয়েকজন স্থানীয় মহিলা। তাঁদের পোশাকেও ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া। লালপাড় সাদা শাড়িতে তাঁদের হাতে ছিল 'উই লাভ ভারত' ও 'ওয়েলকাম পিএম মোদী' লেখা প্ল্যাকার্ড। এক মোদীভক্তের কথায়, "আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে খুব ভালবাসি। তাঁকে স্বাগত জানাতে এখানে জড়ো হয়েছি আমরা।"

এদিন ২০তম আসিয়ান-ইন্ডিয়া শীর্ষ সম্মেলনে হিন্দিতে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, "ইতিহাস ও ভূগোলের বন্ধনে আবদ্ধ ভারত ও আসিয়ান। মূল্যবোধ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও বহুমুখী বিশ্ব নিয়ে আমাদের বিশ্বাস এক। ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মূল স্তম্ভ হচ্ছে আসিয়ান।" উদ্বোধনী ভাষণে মোদী সাফ জানান, এই যুগ এশিয়ার। পাশাপাশি, সংঘাত ভুলিয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বার্তাও দেন তিনি।

উল্লেখ্য, দেশের নামবদল। এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতির সবচেয়ে চর্চিত বিষয়। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন, এ নিয়ে সবার মুখ খোলার দরকার নেই। শুধু যারা এ সংক্রান্ত বিবৃতি দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তাঁরা মন্তব্য করবেন।

ইন্দোনেশিয়া সফর শেষে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালেই জাকার্তা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এদিন ভোররাতেই ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সফরের শুরুতেই ইন্দোনেশিয়ায় বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

এরপর জাকার্তার কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত ২০-তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পাশাপাশি ১৮-তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনেও অংশ নেন মোদী। ১৮-তম পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন শেষ হওয়ার পরে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

বঞ্চনা নিরশনের দাবিতে সরকারের কাছে দাবি জানালো জুটমিল যৌথ কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করতে

সক্ষম হয়েছে রাজ্যের জুট মিলে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা। জুটমিল শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত রায় দেওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কর্মচারীরা। ত্রিপুরা জুটমিলের শ্রমিক-কর্মচারী, পেনশনার, জীবিত বা মৃতার পরিবারগুলি দীর্ঘ বঞ্চনার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছেন। আদালতের কড়া নেড়ে সঠিক রায় পেলেও সরকার কার্যকর করছে না বলে আবারো অভিযোগ তুললো ত্রিপুরা জুট মিল যৌথ আন্দোলন কমিটি। কিন্তু কমিটির পক্ষ থেকে উচ্চ আদালত এবং শীর্ষ আদালতের রায়কে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে কনভেনার ধনমনি সিংহ জানান, বঞ্চনার মুখ্য কারন হল- আইনগত অধিকারে প্রাপ্য বেতন-ভাতা সহ অন্যান্য ৩২ টি সরকারী অধিগৃহীত সংস্থার ন্যায় ১৯৯৬ সাল থেকে কার্যকর করছে না। জুটমিল কর্তৃপক্ষ তাদের ২০৮ নং বোর্ড সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহন করে উক্ত ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট পেশ করেছে। তারপরেও, উচ্চ আদালতে জোট মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের দায়ের করা সকল বেতন-ভাতাদি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বিচারপতি অজয় রাস্তোগী ২০১৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রায় প্রদান করেছেন। কিন্তু রায় কার্যকর করেনি সরকার। সম্প্রতি উচ্চ আদালতে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারণে রেল বোর্ডের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারণে রেল বোর্ডের অনুমোদন দিয়েছে। ফলে, ত্রিপুরার অন্তিম প্রান্ত এখন দূরপাল্লার ট্রেনে যুক্ত হতে চলেছে।

বর্তমানে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সপ্তাহে চারদিন আগরতলা থেকে শিয়ালদহ রুটে উভয়দিকে যাতায়াত করছে। ওই ট্রেন সাব্রুম পর্যন্ত সম্প্রসারণে রেল বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। ফলে, সাব্রুম থেকে রওয়ানা দিয়ে ওই ট্রেন আগরতলা পর্যন্ত পথে উদয়পুর বাণিজ্যিক স্টপেজ দেবে। তাতে, দূরপাল্লার ট্রেনে সাব্রুম ছাড়া উদয়পুরও জুড়ে যাচ্ছে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই সাব্রুম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে। রেল সূত্রে খবর, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস প্রত্যেক মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার সাব্রুম থেকে সকাল ৬টা ২০ মিনিটে শিয়ালদহ-র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। সকাল ৭টা ১২ মিনিটে উদয়পুর স্টেশনে পৌঁছবে এবং ৭টা ১৪ মিনিটে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। আগরতলা স্টেশন থেকে ওই ট্রেন যথারীতি পূর্বের সময় অনুযায়ী ৮টা ১৫ মিনিটে শিয়ালদহ-র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। শিয়ালদহ যাওয়ার পথে বাকি সমস্ত স্টেশনে বাণিজ্যিক স্টপেজ অপরিবর্তিত রয়েছে।

গোরক্ষনাথ আশ্রমে মুখ্যমন্ত্রী

ভারতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোজসূত্র রয়েছে আধ্যাত্মিকতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির সাথে আধ্যাত্মিকতার যোগসূত্র রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার সংস্পর্শেই সুন্দর ও সুস্থ চেতনার বিকাশ ঘটে। এই পথই মানব সমাজের মঙ্গলের পথ। আজ বিশালগড় মহকুমার গোকুলনগরের উত্তমভক্ত চৌমুহনীতে গুরু গোরক্ষনাথ আশ্রমে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিরাজমান। মানবসেবার মধ্যদিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। তিনি দেশের প্রতিটি মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির মধ্যে একটা পরম্পরাগত ঐতিহ্য রয়েছে। জন্মাষ্টমী হিন্দদের কাছে একটা উল্লেখযোগ্য দিন। আমাদের রাজ্যেও আজ পূজা, অচর্ণা ও য'ের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদান একটি মহৎ দান। মানবসেবায় রক্তদানের বিকল্প নেই। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদাতাদের সাথে মতবিনিময় করেন ও তাদের উৎসাহিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন গুরু গোরক্ষনাথ আশ্রমে পুজো দেন এবং রাজ্যবাসীর মঙ্গলকামনায় পূণ্য য'ে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, সমাজসেবী রাজীব ভ-াচার্য, টিআইডিসি'র চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, টিআরটিসি'র চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আশ্রমের সভাপতি মোহন্ত যোগী রথোস নাথ।

ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের স্বীকৃতি পেল নিশ্চিন্তপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনের স্বীকৃতি পেলো নিশ্চিন্তপুর রেলস্টেশন। কাস্টমস বিভাগের সহকারী কমিশনার অভ্যুদয় গুহ জানান নিশ্চিন্তপুর রেলস্টেশন এলাকাকে ল্যান্ড কাস্টমস এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে গতকাল গেজেট নোটিফিকেশন জারি করেছে সি বি আই সি, ভারত সরকার। তিনি জানান, এই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এর মধ্য দিয়ে যাত্রী ও পন্য চলাচল দুই হবে। আমাফনি রপ্তানির নতুন একটি দুয়ার খোলায় দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরো বাড়বে।

আগরতলা - আখাউড়া রেল সংযোগের ফলে একদিকে আর্থিক উন্নতি ঘটবে, অন্যদিকে খুব কম সময়ে আগরতলা থেকে রেলে চড়ে পৌছানো যাবে কলকাতা।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ৩২৬ ◘ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং ◘ ২১ ভাদ্র ◘ শুক্রবার ◘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সচেতনতাই নিরাময়ের উপায়

মারণ ব্যাধি ক্যান্সার নিয়া গোটা বিশ্বেই আতঙ্ক ক্রমশ বাড়িতেছে। এই ভয়ংকর রোগের কবল হইতে মানব সমাজকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। মানুষের জীবন ধারণের গতি প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে না পারিলে এই ভয়ঙ্কর মরণব্যাধি হইতে মুক্তি পাওয়া বড়ই কষ্টকর। মাদকদ্রব্য ও ধূমপায়ীদের মধ্যেই ক্যান্সারের প্রবণতা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে নেশা দ্রব্যের রকমারি বিস্তার লাভ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করিয়া তুলিতেছে। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করিয়া যুবসমাজ সবচাইতে বেশি পরিমাণে নেশায় আসক্ত হইতেছে। ইহার ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন এইচআইভি পজিটিভ ও এইডসের প্রবণতা বাড়িতে এসে ঠিক তেমনি ক্যান্সারের প্রবণতাও মারাত্মকভাবে বাড়িতেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভয়ংকর প্রবণতা প্রতিহত করিবার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও বাস্তবে ওইসব পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। ক্যান্সার গোটা বিশ্বে এক মারণ রোগ। এই রোগ কমাইতে বিশ্বে নানান ওষুধ-পদ্ধতি আবিষ্কার হইলেও এই রোগ কম তো দূর বাড়িয়াছে চোখে পড়িবার মত। এমনটাই বলিতেছে গবেষণা। গবেষণায় বলা হয়, ৫০ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্তের ঘটনা গত কয়েক দশক ধরিয়া বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বাড়িতেছে। ৫০ বছরের নিচে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা গত তিন দশকে বাড়িয়াছে প্রায় ৮০ শতাংশ। সাম্প্রতিক সময়ের একটি গবেষণায় এই ভয়াবহ চিত্র উঠিয়া আসিয়াছে।গবেষণায় দেখা যায়, ১৯৯০ সালে বিশ্বে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় ১৮ লাখের বেশি। কিন্তু এই সংখ্যা ২০১৯ সালে বাড়ি য়া দাঁড়ায় প্রায় ৩৩ লাখের কাছাকাছিতে। এই রোগে ৪০, ৩০ বা তার চাইতে কম বয়সিদের মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে ২৭ শতাংশ। তাহা ছাড়া ৫০ বছরের নিচে ১০ লাখের বেশি মানুষ প্রতি বছর ক্যান্সারে মারা যান বলিয়াও জানানো হইয়াছে। ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা কেন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িতেছে তাহা বুঝিবার ক্ষেত্রে এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছেন বিশেষজ্ঞরা। খারাপ খাদ্যাভ্যাস, অ্যালকোহল ও তামাক, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ও স্থূলতাকে অন্যতম কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন গবেষকরা। ১৯৯০ সালের পর থেকেই ক্যান্সারে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়াছে নাটকীয়ভাবে। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, তামাক ও অ্যালকোহল সেবনের সীমাবদ্ধতা ও নিয়মতান্ত্রিক জীবনযাপনে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা কমিতে পারে।এর আগের এক গবেষণায় বলা হয় ৫০ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্তের ঘটনা গত কয়েক দশক ধরিয়া বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বাড়িয়াছে। স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনের হ্যাংঝোতে ঝেজিয়াং ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের নেতৃত্বে সর্বশেষ গবেষণায় অল্প বয়স্কদের জন্য ঝুঁকির কারণগুলো দেখা হয়। তাছাড়া আগের গবেষণায় বেশির ভাগই আঞ্চলিক ও জাতীয় পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এই বৈশ্বিক গবেষণায় ২০৪টি দেশ থেকে ২৯ ধরনের ক্যান্সারকে বিবেচনায় নেওয়া হইয়াছে। সর্বোপরি ক্যান্সারের মতো ভয়ংকর মারন ব্যাধি হইতে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করিতে হইলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করিবার জন্য আরও বৃহৎ পরিসরে উর্ধ গ্রহণ করিতে হইবে।

উত্তর ২৪ পরগনায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল অবস্থা, অবরোধ স্থানীয়দের

বসিরহাট, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল রাজ্যবাসী। কোথাও কোথাও নাগাড়ে চার থেকে ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকছে না বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বিগত এক সপ্তাহ ধরে একাধিক জেলায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ পথে নামে।

এদিকে লাগাতার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে বিদ্যুৎ দফতরের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল গ্রাহকরা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের সীমান্ত থেকে সুন্দরবনে একাধিক এলাকায় বর্তমান সময়ে বিদ্যুতের বিল বৃদ্ধি, অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জের ফলেও লাগাতার লোডশেডিংয়ের জেরবার পড়ুয়া থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ভ্যাপসা গরমে সবথেকে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছে বাড়ির বয়স্করা। তার ওপরে ভাদ্র মাসে যেভাবে তাপমাত্রা বেড়েছে অন্যদিকে ঘনঘন বৃষ্টির রাতে বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়েছে। তার উপরে ঘনঘন লোডশেডিংয়ের জেরে অন্ধকারে চলাফেরা করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে স্থানীয়দের। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বসিরহাট মহাকুমার হাসনাবাদ বিদ্যুৎ দফতরের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে নামেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, ইদানিং কালে লাগাতার দিন রাত নির্বিশেষে প্রায় ৬ ঘণ্টা লোডশেডিং থাকে। এর জন্যই সমস্যায় পড়েছে বাড়ির শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষরা। এছাড়াও তাঁদের আরও অভিযোগ, বাচ্চাদের পড়াশুনা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনই ক্ষতি হচ্ছে তাদের শারীরিক অবস্থা। এইভাবে বেশি দিন চলতে থাকলে আস্তে আস্তে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হবে অল্প বয়সীরা।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভ্যর্থনা 'উই লাভ ভারত' লেখা প্ল্যাকার্ড-এ

জাকার্তা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের নাম বদলের জল্পনার মাঝে ইন্দোনেশিয়ায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভ্যর্থনা জানান হল 'উই লাভ ইন্ডিয়া' নয়, 'উই লাভ ভারত' লেখা প্ল্যাকার্ড-এ।

বৃহস্পতিবার আসিয়ান-ইন্ডিয়া সামিটে যোগ দিতে জাকার্তা পৌঁছন মোদী। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়েছিলেন বেশ কয়েকজন স্থানীয় মহিলা। তাঁদের পোশাকেও ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া। লালপাড় সাদা শাড়িতে তাঁদের হাতে ছিল 'উই লাভ ভারত' ও 'ওয়েলকাম পিএম মোদী' লেখা প্ল্যাকার্ড। এক মোদীভক্তের কথায়, "আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে খুব ভালবাসি। তাঁকে স্বাগত জানাতে এখানে জড়ো হয়েছি আমরা।"এদিন ২০তম আসিয়ান-ইন্ডিয়া শীর্ষ সম্মেলনে হিন্দিতে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, "ইতিহাস ও ভূগোলের বন্ধনে আবদ্ধ ভারত ও আসিয়ান। মূল্যবোধ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও বহুমুখী বিশ্ব নিয়ে আমাদের বিশ্বাস এক। ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মূল স্তম্ভ হচ্ছে আসিয়ান।" উদ্বোধনী ভাষণে মোদী সাফ জানান, এই যুগ এশিয়ার। পাশাপাশি, সংঘাত ভুলিয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বার্তাও দেন তিনি।

উল্লেখ্য, দেশের নামবদল। এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতির সবচেয়ে চর্চিত বিষয়। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন, এ নিয়ে সবার মুখ খোলার দরকার নেই। শুধু যারা এ সংক্রান্ত বিবৃতি দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তাঁরা মন্তব্য করবেন।

গোয়েন্দা বিজ্ঞানীর খোঁজে

আবদুল গাফফার

টাকা দেখলে নাকি কাঠের পুতুলও হাঁ করে ওসব প্রবাদের কথা। তবে পুতুল হাঁ করুক বা না করুক, মানুষে করে। রাস্তায় একটা এক টাকার কয়েন পড়ে থাকতে দেখলে নিপাট সৎ-ভদ্রলোকেরও চোখ চকচক করে ওঠে। কিন্তু সাধারণ নিপাট ভদ্রলোকদের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের খানিকটা দূরত্ব যদি না-ই থাকে, তাহলে আর তাঁরা বিজ্ঞানী কেন! যদি এই ধারণায় শিকড় গেড়ে বসে থাকো তাহলে ভুল করবে। বিজ্ঞানীকুলে জোচ্চর-বাটপারের অভাব নেই, আবার অভাব নেই প্রতিশোধপরায়ণ, হিংসুটে, অর্থলোভী লোকেরও। আছেন গোয়েন্দা বিজ্ঞানীও। সবাই তো আর আইনস্টাইনের মতো ভোলাভালা ভালো মানুষটি নয়। নিউটনের কথাই ধরো না। আইনস্টাইনের আগে মহাবিজ্ঞানী বললে একজনের কথাই মনে হবেস্যার আইজ্যাক নিউটন। নিউটন কিন্তু মোটেও ভোলাভালা ভালো মানুষটি ছিলেন না। অনেক রাগী, জেদি, একরোখা; কখনো কখনো বড্ড অসৎও ছিলেন। আর ছিল টাকার লোভ। নইলে এত বড় বিজ্ঞানী হয়ে কেন অ্যালকেমি চর্চা করেছিলেন, চেয়েছিলেন লোহাকে সোনায় পরিণত করে সম্পদের পাহাড় গড়বেন। কিন্তু বোকা বিজ্ঞানীর মাথায় এটা কেন আসেনি, যখন রাশি রাশি সোনার স্তূপ জমা হবে পৃথিবীর বুকে, তখন আর সেই সোনার দাম লোহার চেয়ে একটুও বেশি হবে না!

নিউটন চিরকুমার ছিলেন। ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের লুকেসিয়ান অধ্যাপক, যে পদটিকে এখনো শিক্ষাক্ষেত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি পদ বলে মনে করা হয়। মাইনে কড়ি ভালোই পেতেন নিউটন। তবু অবসরের পর জমানো টাকায় তাঁর মন ভরল না। আসলে টাকা জমিয়েছিলেন কি না কে জানে, হয়তো অ্যালকেমির গবেষণা করতে গিয়ে সব উড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনি গেলেন ব্রিটিশরাজের টাঁকশালের দায়িত্ব নিতে। অনেকে মনে করেন দায়িত্বটা নিতে তিনি বাধ্য ছিলেন, ব্রিটিশরাজের হুকুম অমান্য করার সাধ্যি তখন কার ছিল! আর সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই শার্লক হোমস বনে যেতে হলো তাঁকে। অথচ নিউটন যখন গোয়েন্দাগিরি করছেন, তার প্রায় দেড় শ বছর পর জন্ম শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের। আসলে নিউটনকে দেওয়া হয়েছিল টাঁকশালের রয়্যাল মিন্ট বিভাগের ওয়ার্ডেনের পদ। রয়্যাল মিন্ট হলো ইংল্যান্ডের ধাতব মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার বিভাগ। সাম্মানিক পদে নিউটনকে নিয়োগ করা হয়েছিল, কাজকর্ম তেমন না করলেও চলত। তবে বিজ্ঞানী বলে কথা, চুপচাপ বসে থাকার বান্দা তিনি নন। সিরিয়াসলি নিলেন কাজটাকে। ফলে ওয়ার্ডেন থেকে পদোন্নতি পেয়ে হলেন সেই বিভাগের প্রধান।

নিউটন যখন টাঁকশালের দায়িত্ব নিলেন, তখন ইংল্যান্ডের ঘরে-বাইরে ঘোর দুর্দিন। রাজা তৃতীয় উইলিয়াম মাঝেমধ্যে গুপি গাইন বাঘা বাইন-এর সেই হাল্লা রাজার মতো চেঁচিয়ে বা নেচেগেয়ে বলছেন, 'হা হা...বিলেত চলেছে যুদ্ধে! যুদ্ধে যুদ্ধে যুদ্ধে!' যুদ্ধটা তিনি সুন্দি রাজার সঙ্গে নয়, করতে চান ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে। তার তোড়জোড় চলছে। এ জন্য দরকার বিপুল টাকা। ব্রিটিশ অর্থনীতিতেও তখন ঘোর দুর্দিন। দেদার জাল হচ্ছে মুদ্রা, আসল-নকলের ফারাক করা মুশকিল। ইংল্যান্ডে তখন রুপার মুদ্রার প্রচলন। কিন্তু মুদ্রায় যে পরিমাণ রুপা থাকে, তার চেয়ে খোলাবাজারে সাধারণ রুপার দাম অনেক বেশি। ধরা যাক এক পাউন্ডের একটা মুদ্রায় ৫ গ্রাম রুপা আছে। অন্যদিকে বাজারে ৫ গ্রাম সাধারণ রুপার দাম ১০ পাউন্ড। তাই পাউন্ড গলিয়ে রুপায় পরিণত করলে বিরাট লাভ। তখন রাজা বললেন সব রৌপ্য মুদ্রা তিনি বাজার থেকে তুলে নেবেন। কিন্তু তাতেও লাভ হলো না। দেশ আর দেশের বাইরে থেকে আসছে রাশি রাশি নকল মুদ্রা। তখন সরকারের টনক নড়ল। আইন পাস করিয়ে ঘোষণা করা হলো টাকা জালকারীদের একমাত্র শাস্তি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড। তার পর রাজা নিউটনকে অনুরোধ করলেন কিছু একটা করতে।

> বলবিদ্যার জটিল সূত্রগুলোর সমাধান যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে, যিনি বৈজ্ঞানিক সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে বলের কারণে গাছের আপেল মাটিতে পড়ে, সেই একই বলের কারণে পৃথিবী আর গ্রহরা সূর্যের চারপাশে ঘোরে।

বলবিদ্যার জটিল সূত্রগুলোর সমাধান যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে, যিনি বৈজ্ঞানিক সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে বলের কারণে গাছের আপেল মাটিতে পড়ে, সেই একই বলের কারণে পৃথিবী আর গ্রহরা সূর্যের চারপাশে ঘোরে। তিনি কয়েকজন ছিঁচকে জোচ্চরকে ধরতে পারবেন না তা কি হয়! ওদিকে রাজার এক প্রিয়ভাজন আছে। অত্যন্ত ধূর্ত চোরাকারবারি। নাম তার উইলিয়াম শ্যালোনার। ব্রিটেনে তখন প্রোটেস্টান্টদের জয়জয়কার। উগ্রবাদী প্রোটেস্টান্টরা ক্যাথলিকদের আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। রাজা এর বিরুদ্ধে কঠোরহস্ত, সাম্প্রদায়িক হিংসা যারা ছড়াচ্ছে, তাদের কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন। এ ব্যাপারটাকেই তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করে শ্যালোনার। উগ্রবাদী প্রোটেস্টান্টদের উসকে দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে ক্যাথলিকদের ঘরবাড়ি। তারপর যারা এই দুষ্কর্ম করছে, তাদেরই ধরিয়ে দিচ্ছে রাজার পাইক-পেয়াদাদের হাতে। নিজে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে নায়ক বনে যাচ্ছে। ব্রিটেনের তাবৎ টাকার চোরাকারবারিদের ধরা আর মূল হোতা শ্যালোনারকেও শুলে চড়ানো।-সেই শ্যালোনারই নিউটনের বিরুদ্ধে আঙুল উঁচিয়ে বলে, এই বিজ্ঞানীই আসলে চোরাকারবারির হোতা। এঁকে সরিয়ে দিলেই বন্ধ হবে জাল টাকার কারবার। নিউটন তো মহাখাপ্পা! তার ওপর তিনি ভীষণ প্রতিশোধপরায়ণ। আর তাঁকেই কিনা চটিয়েছে ধোঁকাবাজ শ্যালোনার। তিনি কিছুটা জানতেন শ্যালোনারের দুষ্কর্মের কথা। কানাঘুষাও শুনেছিলেন এই শ্যালোনারই জাল টাকার কারবারিদের চাঁই, তার দৃষ্টি এখন রয়্যাল মিন্টের প্রধান পদটির দিকে। কিন্তু প্রমাণ কই? নিউটন তাই গোয়েন্দা বনে গেলেন। উদ্দেশ্য এক ঢিলে দুই পাখি শিকার

ছদ্মবেশ নিয়ে ভিখিরি সেজে অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন নিউটন। শহরের চোর-বাটপার, ভিখিরিদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুললেন। এ জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করতেও কুণ্ঠা ছিল না তাঁর। ভয় দেখিয়ে, টাকা খাইয়ে দলে ভেড়ালেন শ্যালোনারের চ্যালাদের, বের করে নিলেন তাদের পেটের কথা। ধরা পড়ল ২৮ জন জাল টাকার কারবারি। সেই সঙ্গে প্রমাণ মিলল, শ্যালোনারই পালের গোদা। শ্যালোনার তখন হার স্বীকার করল। চিঠি লিখে ক্ষমা চাইল নিউটনের মানহানির জন্য। কিন্তু নিউটনের মন গলেনি। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলো শ্যালোনার। ১৬৯৯ সালের কোনো একদিন ফাঁসি হয় শ্যালোনারের। প্রথম কেসেই তাই বাজিমাত গোয়েন্দা নিউটনের।

ভারতের চন্দ্রযান কি শুধুই চন্দ্রজয় করল

শশী থারুর

২০১৪ সালে ভারত মঙ্গলগ্রহ অভিযানে 'মঙ্গলযান' নামের একটি মিশন পরিচালনা করেছিল। এর মধ্য দিয়ে সে বছর ভারত এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে নিজের উপস্থিতির জানান দিয়েছিল। ভারত যখন মঙ্গলযানের সাফল্য উদ্যাপন করছিল, ঠিক সেই সময় নিউইয়র্ক টাইমস একটি কার্টুন ছাপিয়েছিল।

সেই কার্টুনে দেখা যাচ্ছিল, কেতাদুরস্ত পশ্চিমা সাহেবরা 'এলিট স্পেস ক্লাব' নামের একটি লাউঞ্জে বসে আছেন; আর পাগড়ি পরা এক গেঁয়ো কৃষকরূপী ভারত একটি গরু নিয়ে সেই লাউঞ্জে ঢোকার জন্য দরজায় কড়া নাড়ছে।

এটি ছিল পশ্চিমের সরাসরি খবরদারি করা ও বর্ণবাদী আচরণের প্রকাশ। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ওই কার্টুন নিয়ে সে সময় ভারতের মানুষ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

এখন ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩ নামের একটি নভোযান পাঠিয়েছে। ভারতই প্রথম কোনো দেশ যে কিনা চাঁদের এই অঞ্চলে সফলভাবে তার নভোযান অবতরণ করাতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনায় নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সেই কার্টুনের পাল্টা জবাব হিসেবে ভারতীয়রা একটি কার্টুন ছেপেছে। এবারের কার্টুনে দেখা যাচ্ছে, 'মুন সাউথ পোল' নামের একটি ঘরের ভেতরে সেই পাগড়িধারী কৃষকরূপী ভারত তাঁর গরুটি নিয়ে বসে আছে, আর বাইরে আমেরিকান রাশিয়ান এবং অন্যান্য দেশের অভিজাত লোকেরা হাতে রকেট নিয়ে দরজায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং ভেতরে আসার জন্য তারা ভারতের অনুমতি চাইছে। সংগত কারণেই ভারতীয়রা তাদের মহাকাশ কর্মসূচি নিয়ে গর্ববোধ করছেন। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী দেশ ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে তার সীমান্ত ভাগাভাগির ও স্বাধীনতা লাভের বছর ১৯৪৭ সালে আহমেদাবাদে ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি গড়ে তুলেছিল। ভারতের দূরদর্শী প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৬২ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (ইনকসপার) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে মহাকাশ অভিযানে যুক্ত হয়েছিল। ইনকসপার ১৯৬৯ সালে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরোয় রূপান্তরিত হয়। তখন থেকেই ইসরো চাঁদে অভিযানের মিশন (চন্দ্রযান-১,-২, ও-৩) এবং মঙ্গল অভিযানের মিশন (মঙ্গল কক্ষপথ মিশন) চালিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ইসরো নিজের উৎক্ষেপণ যান ও উপগ্রহ কেন্দ্র নিজেই তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এ মাসেই ভারত আদিত্য এল-১ নামের একটি সোলার অবজারভেটরি উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করেছে এবং এ বছরের শেষ নাগাদ পৃথিবীর কক্ষপথে দুই থেকে তিনজন নভোচারীকে পাঠাবে বলে ঠিক হয়েছে (উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে একটি সোভিয়েত নভোযানে করে একজন ভারতীয় মহাকাশচারী পৃথিবীর কক্ষপথ চক্কর দিয়ে এসেছিলেন)। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ওপর নেহরুর যে আস্থা ছিল, জাতীয় অগ্রগতিতে প্রযুক্তির ভূমিকার বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞানগম্যি ছিল এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তাঁর যে নিবেদিতপ্রাণ মানসিকতা ছিল, তার ওপরে আজকের ভারতের এই মহাকাশ জয়ের সাফল্য অনেকাংশে ঋণী। যদিও ভারত দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং রোগ বালাইয়ে ডুবে ছিল, তার পরও নেহরু বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতকে অবশ্যই মহাকাশ গবেষণায় নজর দিতে হবে।

অর্থনৈতিক সংকটজনিত টানাটানির বাজেট সত্ত্বেও নেহরু যে স্বনির্ভরতার মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন, তা ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিতে একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। ধীর গতির ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে চাঁদে অভিযান চালানো সংক্রান্ত ইসরোর সিদ্ধান্তকে তার উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। অন্যান্য দেশেও স্বল্প খরচের উৎক্ষেপণ পরিষেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাচ্ছে।

মঙ্গলযান এবং চন্দ্রযান-৩ দুটোই এই ধরনের অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল উদ্যোগ ছিল। এই ধরনের অভিযানে নাসা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে, ইসরো সেখানে তার মাত্র এক-দশমাংশ খরচ করেছে। মহাকাশ মিশন নিয়ে হলিউড সিনেমা বানাতে গিয়ে যত অর্থ খরচ করেছে, ইসরোর অভিযানে তার চেয়েও অনেক কম খরচ করা হয়েছে। মঙ্গলযান-এর খরচ হলিউডের গ্র্যাভিটি সিনেমার খরচের চেয়েও কম। চন্দ্রযান-৩ এর খরচ ইন্টারস্টেলার ছবির খরচের চেয়ে কম। খরচ সাশ্রয় করার সক্ষমতার বাইরেও ইসরোর শক্তি পরিব্যাপ্ত আছে। প্রযুক্তি ও কৌশলগুলোকে দেশীয় ঘরানায় রেখে ইসরো উৎক্ষেপণ যান এবং স্যাটেলাইট উভয়েরই একটি প্রধান প্রস্তুতকারক সংস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারা এখন ইসরোর পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেইক্যাল ২৪ টি ফ্লাইট সমাপ্ত করার মাধ্যমে একটি সফল ট্র্যাক রেকর্ড অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত আগেকার সব রেকর্ড ভেঙে (বিশেষত বেশির ভাগই আমেরিকান রেকর্ড) মাত্র একটি রকেটে একই সঙ্গে ১০৪টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছিল। ১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিক মহাকাশ বিজ্ঞানের যে অবস্থায় আমরা ছিলাম, সেখান থেকে কত দূর এসেছি, সেটি সেই সময়ে হেনরি কার্টিয়ের-ব্রেসনের তোলা একটি ক্ল্যাসিক ফটোগ্রাফ থেকে বোঝা যায়। ওই ফটোগ্রাফে ভারতীয় রকেটের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ গরুর গাড়িতে পরিবহন করতে দেখা যায়। সেই শুরুর পর থেকে আজ ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি আক্ষরিক অর্থেই আকাশচুম্বী। বর্তমানে ভারত বৈশ্বিক মহাকাশ অর্থনীতির ২ শতাংশের অধিকারী। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আগামী দশকে ভারত তা কমপক্ষে ১০ শতাংশ অর্জন করবে। ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি তার অভ্যন্তরীণ উন্নয়নকে জোরদার করছে। এমনকি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, মৎস্যসম্পদ এবং নগর-পরিকল্পনার মতো আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন ক্ষেত্রগুলোতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অধিকন্তু, দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রভাব বাড়িয়ে এটি ভারতের বৈশ্বিক কূটনীতিতেও অবদান রাখছে। একটি দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশ হয়েও ভারত মহাকাশে রকেট পাঠানোর অভিলাষ পোষণ করে বলে যারা এক সময় উপহাস করেছিল, এখন তাদের অবশ্যই ভারতকে একটি প্রযুক্তিগত শক্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে। ভারতের ল্যান্ডার চাঁদের মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিচক্ষণতার সঙ্গে সংকীর্ণ বিজয়বাদকে উড়িয়ে দিয়ে এই কৃতিত্বকে 'সমস্ত মানবতার বিজয়' হিসাবে স্বাগত জানিয়েছেন। আবার একই সঙ্গে তিনি সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন, এই কৃতিত্ব 'এক শ ৪০ কোটি ভারতীয় নাগরিকের আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতার প্রতিফলন'। নিজের প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি বিশ্বকে কেবল তার উদ্ভাবনী ক্ষমতার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে না; একই সঙ্গে সাইবার স্পেস নিয়ন্ত্রণ থেকে শান্তি-রক্ষার মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সমাধানে সাহায্য করার ক্ষমতা থাকার কথাও জানিয়ে দিচ্ছে। ভারত বিশ্বকে দেখিয়ে দিচ্ছে, তারা উন্নত দেশগুলোর বানানো নিয়ম ও তাদের প্রচলন করা প্রযুক্তির অন্ধ অনুসারী না হয়ে বরং নিজেই আদর্শ প্রযুক্তি-নির্ধারক হতে পারে। চন্দ্রযান তিন এর সাফল্য বৈশ্বিক নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের আত্মবিশ্বাসকে অধিকতর শক্তিশালী করেছে। এ বছর ভারত জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে এবং দেশটি বৈশ্বিক দক্ষিণ অঞ্চলের একটি প্রভাবশালী কণ্ঠ হয়ে উঠছে। কিন্তু এটি সম্প্রতি একটি ভু-রাজনৈতিক সংকীর্ণ পথে হাঁটছে এবং কোয়াড (অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি) এবং সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে) উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যদিও পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কখনই ঘনিষ্ঠ ছিল না, দেশটির চীনের সঙ্গে একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিরোধপূর্ণ সীমান্ত আছে এবং ঐতিহ্যগত অংশীদার রাশিয়ার সঙ্গে দৃষ্টির ক্রমবর্ধমান জটিল সম্পর্ক রয়েছে। কীভাবে এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো এবং অধিকতর বিস্তৃতভাবে ভারতের বৈশ্বিক ভূমিকা আরও ছাপিয়ে পড়বে তা দেখার এখনো অনেক বাকি আছে। তবে মহাকাশে দেশটির অর্জন নিঃসন্দেহে তার কূটনৈতিক হাতকে শক্তিশালী করেছে। চন্দ্রযান-৩ এর সফল অভিযানের পর ভারতীয়রা আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি গৌরবময় ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে। তারা নতুন দিগন্তের ইশারা অনুভব করতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের হাতে উদ্বোধিত ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কাছাড়ের দুটি নবনির্মিত সেতু

শিলচর (অসম), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলায় মোট ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ বৃহস্পতিবার দুই মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ও জয়ন্তমল্ল বরুয়া এবং সোনাই, লক্ষ্মীপুর, শিলচর, উধারবন্দ, পাথারকান্দি, রাতাবাড়ির বিধায়ক, সাংসদ কৃপানাথ মালাহ, জেলা পরিষদের সভাপতি সহ দলীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে বরাক ও সোনাই নদীর ওপর নবনির্মিত দুই সেতু যথাক্রমে বদ্রিঘাট এবং কাশীপুর সেতু উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা প্রথমে উদ্বোধন করেছেন ৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বেরেঙ্গা ও কাশীপুরকে সংযোগকারী বরাক নদীর ওপর এক কিলোমিটার দীর্ঘ বদ্রিঘাট সেতু। এই সেতু ৩৭ এবং ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ককে শিলচর-ফুলেরতল রোডের সঙ্গেও সংযুক্ত করবে।

১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সোনাই নদীর ওপর দ্বিতীয় আরসিসি সেতুরও উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সেতু সোনাইয়ের ডুংরিপার গ্রামে বসবাসকারী সাত হাজারের বেশি মানুষকে উপকৃত করবে। একদিনের সফরসূচি নিয়ে বরাক উপত্যকায় এসেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এখানেও বরাবরের মতো মুখ্যমন্ত্রী উৎফুল্লিত শিশু ও জনতার ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

আজ একটি কনভেনশন সেন্টার, জলজীবন মিশনের প্রকল্প সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। শিলচর থেকে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন হাইলাকান্দি। এ মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী শিলচরের ডিএসএ মাঠে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন।

ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় কসবার সিলভার পয়েন্ট স্কুল অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় কসবার রথতলার সিলভার পয়েন্ট স্কুল অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার সকালে স্কুলের গেটে নোটিস টাঙিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়েছে মৃত ছাত্রের পরিবার। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ছাত্রকে মানসিক চাপ দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন। তদন্ত চলছে, তাতেই আসল তথ্য সামনে আসবে। ইতিমধ্যেই হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল এবং দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে ছাত্রের পরিবার।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার কসবার ওই স্কুলের পাঁচ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় দশম শ্রেণির এক ছাত্রের। তা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা তৈরি হয়। প্রথম থেকেই স্কুলের বিরুদ্ধে এক গুচ্ছ অভিযোগ তুলেছে পরিবার। অভিযোগ, স্কুল থেকে দু'রকম কথা বলা হয়েছিল। প্রথমে বলা হয় মাথা ঘুরে ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে ওই ছাত্র। পরে বলা হয়, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে। যদি সিঁড়ি বা ছাদ থেকেই পড়ে যেত, তাহলে অন্য কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই কেন? প্রশ্ন তুলেছে মৃতের পরিবার। পুলিশের হাতে ইতিমধ্যেই একটি সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, ওই ছাত্র ছ'তলায় একাই হাঁটছিল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্রের দেহ নীচ থেকে উদ্ধার হয়। পুলিশের হাতে প্রাথমিক যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, কান থেকে রক্ত বেরচ্ছিল ওই ছাত্রের। শরীরের হাড় ভাঙেনি। পরিবারের প্রশ্ন, যদি ওতো ওপর থেকে পড়ে, তাহলে কীভাবে শরীরের হাড় ভাঙল না? স্কুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অন্যান্য অভিভাবকরা। আপাতত এই ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

নারায়ণগড়ে পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা কন্টেনারের; মৃত দুই, গুরুতর আহত চার

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং এক এনভিএফ কর্মীর। আহত হন আরও চার জন পুলিশকর্মী, এদের মধ্যে রয়েছেন দু"জন এসআই। আহতদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কন্টেনার ফেলেই পালিয়ে যায় চালক, তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে নারায়ণগড় থানার পুলিশ। মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম বিমানচন্দ্র করণ এবং মৃত এনভিএফ কর্মীর নাম দীপককুমার পাত্র। এছাড়াও আহত দুই পুলিশ আধিকারিকের নাম এসআই দেবীপ্রসাদ মণ্ডল এবং এএসআই রাজেশ পাড়ুই। এনভিএফ কর্মী অমূল্য রাউৎ এবং কনস্টেবল নিরঞ্জন গোরাঁইও আহত হয়েছেন দুর্ঘটনায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ নারায়ণগড় থানার একটি কারখানার কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে, ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। জানা গিয়েছে, পুলিশের একটি গাড়ি জাতীয় সড়কের উপর টহল দেওয়ার (পেট্রোলিং) সময় একটি কন্টেনারবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় পুলিশের গাড়ি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং এক এনভিএফ কর্মীর। আহত হন আরও চার জন পুলিশকর্মী। এই দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষজন আহতদের উদ্ধার করে মকরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ ঘাতক কন্টেনারটিকে আটক করতে পারলেও চালক পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, পথ দুর্ঘটনার জেরে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে পুলিশের টহলদারি গাড়িটি। পথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন খড়গপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপক সরকার। এই পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক পুলিশকর্মী এবং এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। বাকি তিনজন পুলিশের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের মেদিনীপুর মেডিক্যালে চিকিৎসা চলছে। ঘাতক কন্টেনারটিকে আটক করলেও চালক পলাতক।

ফিরে দেখা : এশিয়ান গেমসে ভারতের সাফল্য

১৯৯৮ : থাইল্যান্ডের ব্যাংকক

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ১৯৯৮ এশিয়ান গেমসে। ৭টি স্বর্ণপদক, ১১টি রৌপ্য পদক এবং ১৭টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ভারত নবম স্থান অধিকার করেছিল। এই গেমসে জ্যোতির্ময় সিকদার ১৫০০ ও ৮০০ মিটারে সোনা পেয়েছিলেন। আর কাবাডি ও হকিতে এসেছিল সোনা।

পদক তালিকা:

মল্লক্রীড়া(দৌড়):
সোনা :২ রুপো:৬ ব্রোঞ্জ:৭
মোট:১৫
কিউ স্পোর্টস:
সোনা:২ রুপো:১ ব্রোঞ্জ:১ মোট:৪
মুষ্টিযুদ্ধ:
সোনা:১ রুপো:০ ব্রোঞ্জ:১ মোট:২
অশ্বারোহণ:
সোনা:০ রুপো:০ ব্রোঞ্জ:১ মোট:১
হকি :
সোনা:১ রুপো:১ ব্রোঞ্জ:০ মোট:২
কাবাডি:
সোনা:১ রুপো:০ ব্রোঞ্জ:০ মোট:১
রোয়িং:
সোনা:০ রুপো:০ ব্রোঞ্জ:২ মোট:২
শুটিং:
সোনা:০ রুপো:২ ব্রোঞ্জ:১ মোট:৩
টেনিস:
সোনা:০ রুপো:০ ব্রোঞ্জ:৪ মোট:৪
ভারোত্তোলন:
সোনা:০ রুপো:১ ব্রোঞ্জ:০ মোট:১
মোট: সোনা:৭ রুপো:১১ ব্রোঞ্জ:১৭ মোট:৩৫

ফিরে দেখা বিশ্বকাপ ১৯৭৯, পরপর দুটো বিশ্বকাপে লয়েডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্বকাপ জেতে

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ১৯৭৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ বা প্রুডেন্সিয়াল বিশ্বকাপ "৭৯ আইসিসি আয়োজিত ক্রিকেট বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার ২য় আসর। ৯ থেকে ২৩ জুন ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। আগের বিশ্বকাপের মতো প্রতিটি দল ৬০ ওভার খেলার সুযোগ পায়।

ছয়টি টেস্ট খেলুড়ে দেশ দ্বিতীয় বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল। আগের মতই এবারও দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হয় রাউন্ড-রবিন লিগ। গ্রুপ 'এ'-তে ছিল অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড ও নবাগত কানাডা এবং 'বি' গ্রুপে খেলে ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। প্রতি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল খেলে সেমি-ফাইনাল।

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দলটির অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড এবারও প্রুডেন্সিয়াল ট্রফি হাতে নেবার সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো একপেশে হলেও সেমিফাইনাল দুটি বেশ উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। প্রথম সেমিতে ৮ উইকেটে ২২১ রান করে ইংল্যান্ড। রান তাড়ায় দারুণ শুরু করেছিল নিউজিল্যান্ড। কিন্তু শেষ দিকের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ৯ রানে হার মানতে হয় দলটিকে।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালেও ছিল রোমাঞ্চকর লড়াই, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে। আগে ব্যাট করতে নেমে ক্যারিবীয়রা ২৯৩ রান করে। জবাব দিতে নেমে মাজিদ খান ও জহির আব্বাসের দল পাকিস্তান প্রথম দিকে প্রথমবার বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখালেও একসময় ৭৪ রানের মধ্যে শেষ ৯ উইকেট হারিয়ে বিদায় নেয় পাকিস্তান। ৪৩ রানের জয়ে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

সেমিফাইনালের মতোই শিরোপার লড়াইয়ের ম্যাচটিতেও ছিল দারুণ উত্তেজনা।

আগে ব্যাট করতে নেমে ৯৯ রান তুলতেই টপ অর্ডারের ডেসমন্ড হেইন্স, গর্ডন গ্রিনিজ, আলভিন কালিচরণ, ক্লাইভ লয়েডকে হারিয়ে বসে ওয়েস্টইন্ডিজ। তবে এক প্রান্ত ধরে রেখেছিলেন ভিভ রিচার্ডস। খেলেন ১৩৮ রানের দারুণ এক ইনিংস।

কিন্তু তার ইনিংসকে ম্লান করে দেন অখ্যাত এক খেলোয়াড় কলিস কিং। অফফর্মের কারণে তার ফাইনাল খেলা নিয়েও ছিল সন্দেহ। ৬৬ বলে ১০টি চার ও ৩টি ছক্কায় খেললেন ৮৬ রানের বিধ্বংসী এক ইনিংস। তাতে ২৮৬ রানের লড়াকু সংগ্রহ পায় ক্যারিবিয়ানরা।

জবাব দিতে নেমে উদ্বোধনী জুটি বয়কট ও ব্রিয়ারলির ধীর গতির ব্যাটিংয়ে ৩৮ ওভারে ১২৯ রান করে ইংল্যান্ড। কিন্তু এরপর রানের গতি বাড়াতে গিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে ভেঙে পড়ে দলটি। মাত্র ৭ রান তুলতে শেষ ৭টি উইকেট হারায় দলটি। তাতে ৯২ রানের জয়ে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয় করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

*১৯৭৯ বিশ্বকাপে ৬২.৩২ গড়ে করেন সর্বোচ্চ ২৫৩ রান করেন গর্ডন গ্রিনিজ। ১টি সেঞ্চুরিও করেন।

*ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসটি খেলেন সতীর্থ ভিভ রিচার্ডস। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে করেন অপরাজিত ১৩৮ রান। আসরে ১টি সেঞ্চুরি করেন।

*সর্বোচ্চ ১০ উইকেট নেন ইংল্যান্ডের মাইক হেনড্রিক।

*সেরা বোলিং ফিগারটি অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান হার্সরে। ২১ রানের বিনিময়ে তিনি নেন ৫ উইকেট।

কিংস কাপে আজ প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ইরাক, জয়ই লক্ষ্য স্টিমাচের

থাইল্যান্ড, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আজ কিংস কাপে অভিযান শুরু করছে ভারত। শুরু থেকেই নকআউট। থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই শহরে কিংস কাপের সেমিফাইনালে আজ ভারতের সামনে শক্তিশালী ইরাক। ম্যাচের আগে ইরাক প্রসঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ বলেছেন, 'আশা করি শক্তিশালী ইরাকের সঙ্গে খেলতে নেমে সর্বস্ব দেবে ছেলেরা। ওরা আরব গাল্ফ কাপ চ্যাম্পিয়ন। ওমান, কাতার এবং সৌদি আরবের মতো দলকে হারিয়ে এশিয়ান কাপেও ওরা অন্যতম ফেভারিট। আমাদের কাছে আজ খুবই কঠিন ম্যাচ।'

ফিফা ক্রমতালিকায় ভারতের চেয়ে ইরাক ২৯ ধাপ এগিয়ে রয়েছে। তবে ক্রমতালিকা যাই হোক ভারতের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স সমীহ করার মতো। কারণ এ বছরই তিনটি ট্রফি জিতেছে ভারতীয় ফুটবল দল। একটি ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট, ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ এবং সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ।

উদয়নিধির মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হিন্দু মহাসভা, তামিল মন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে রাজ্যপালকে চিঠি

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সনাতন ধর্ম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য তামিলনাড়ুর মন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিনের পদত্যাগ দাবি করল বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা।সনাতন ধর্ম নিয়ে উদয়নিধি স্ট্যালিনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবিকে চিঠিও দিয়েছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা। রাজ্যপালকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া এবং করোনভাইরাস-এর মতো রোগের সঙ্গে সনাতন ধর্মের তুলনা করেছেন স্ট্যালিন এবং তাঁর মন্তব্য ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। দেশে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ সনাতনীর (হিন্দু) ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে তাঁর মন্তব্য।'

জন্মাষ্টমীতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির; দেশবাসীর মঙ্গল কামনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেশবাসীকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। দেশবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনা করেছেন সবাই।

বৃহস্পতিবার সকালে এক্স (টুইটার) মাধ্যমে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা-বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। জন্মাষ্টমী উৎসব আমাদের ভগবান শ্রী কৃষ্ণের গীতার উপদেশ বুঝতে, সেগুলি বাস্তবায়ন করতে এবং নিঃস্বার্থ কাজ করতে প্রেরণা প্রদান করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র মানবতাকে ধর্মের পথে চলার বার্তা দিয়েছেন। আসুন, এই শুভ মুহূর্তে জনকল্যাণের চেতনায় এগিয়ে যাই এবং আমাদের সমাজ ও দেশকে সমৃদ্ধ করি।'

উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় শুভেচ্ছা-বার্তায় জানিয়েছেন, 'জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে সমস্ত ভারতীয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কালজয়ী শিক্ষা অধার্মিকতার উপর ধর্মের জয়ের বার্তা দেয়।

আসুন আমরা নিজেদের আচরণে শ্রী কৃষ্ণের নিঃস্বার্থ কর্মের বাণীকে আত্মস্থ করে নিজেদের দায়িত্ব পালনের সংকল্প করি।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট-বার্তায় জানিয়েছেন, 'জন্মাষ্টমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। শ্রদ্ধা ও ভক্তির এই শুভ উৎসব সবার জীবনে নতুন শক্তি ও নতুন উদ্দীপনা বয়ে আনুক, এটাই আমার কামনা। জয় শ্রী কৃষ্ণ!'

এবার দু"দিনের জন্মাষ্টমী; মহাসাড়ম্বরে পালিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, দেশজুড়ে পূজাপাঠ ভক্তদের

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি এবার দু"দিন ধরে পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবারও মহাসাড়ম্বরে দেশ জুড়ে পালিত হয়েছে জন্মাষ্টমী। বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান এবং বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণের কংসের কারাগৃহে জন্ম হয়। ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ও রোহিণী নক্ষত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উত্তর প্রদেশের মথুরা, বৃন্দাবন-সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মহা সমারোহে উৎসব পালন করা হয়। মন্দিরে-মন্দিরে ঢল নামে পুণ্যার্থীদের। পূজাপাঠ করেছেন ভক্তরা, মন্দিরে-মন্দিরে চলে মঙ্গল আরতি।

যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্য্যাদায় উত্তর প্রদেশে জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়েছে। মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মথুরায়। মথুরা-বৃন্দাবনে, মহা সমারোহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালনের ব্যবস্থা করা হয়। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বাঁকেবিহারী, ইস্কন, এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির-সহ দেবালয়গুলি সুন্দর করে সাজানো হয়। মন্দিরে মন্দিরে পুণ্যার্থীরা পূজাপাঠ-প্রার্থনায় অংশ নেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উত্তরাখণ্ডের বদ্রীনাথ মন্দির ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়।

যখনই ধর্মের অধঃপতন এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই স্থিতিদেব শ্রীবিষ্ণু সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। দ্বাপরে রাজা কংসের অত্যাচারে যখন সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত, তখনই দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান বিষ্ণু অষ্টম অবতার রূপে মথুরায় যাদব বংশে দেবকী এবং বাসুদেবের সন্তান রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীবিষ্ণুর পূর্ণ অবতার। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এই কারণে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথি হিন্দুদের কাছে পুণ্য জন্মাষ্টমী।

জাকার্তায় প্রবাসী ভারতীয়দের সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, মোদী জানালেন অবিস্মরণীয় অভ্যর্থনা

জাকার্তা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রবাসী ভারতীয়দের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন মোদী, 'ভারত মাতা কি জয়"" স্লোগানে সবাই প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভ্যর্থনা জানান। এই অভ্যর্থনায় অভিভূত হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেল মাধ্যমে জানিয়েছেন, জাকার্তায় প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা অবিস্মরণীয় অভ্যর্থনা।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভোররাতে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭১; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৬৮ জন, মৃত্যু ফের শূন্য

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে বৃহস্পতিবারও ৫০০-র নীচেই রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। তবে, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭১ জন। বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬৮ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৯৪ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০২৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্য্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫,০১৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ২৪,৬৮২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৬৮,৫৩৬-তে পৌঁছেছে।

কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা অনুচিত : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা উচিত নয়। এই অভিমত পোষণ করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। সনাতন ধর্ম প্রসঙ্গে তামিলনাড়ুর মন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিনের মন্তব্য প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'আমি সেই বিবৃতিটি শুনেছি...উদয়নিধি স্ট্যালিন একজন মন্ত্রী এবং কেউ তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করবে না এবং এই ধরনের বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।'

সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, 'এটি ডিএমকে-এর দৃষ্টিভঙ্গি অথবা তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে। এই দেশে প্রায় ৯০ কোটি হিন্দু বাস করে এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষজনও এই দেশে বাস করেন, তাঁদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা উচিত নয়।' উল্লেখ্য, উদয়নিধি স্ট্যালিন হলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের ছেলে। সম্প্রতি সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে সে বলে, 'কিছু জিনিসের বিরোধিতা করা যায় না, তা বাতিল করা উচিত। আমরা ডেঙ্গু, মশা, ম্যালেরিয়া অথবা করোনার বিরোধিতা করতে পারি না। সেগুলি আমাদের নির্মূল করতে হবে। এভাবেই আমাদের সনাতন ধর্মকেও নির্মূল করতে হবে।'

গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টা, বিঘ্নিত সুড়ঙ্গপথের পরিষেবা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কলকাতা মেট্রোয় আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা! মেট্রোর উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের গিরীশ পার্ক স্টেশনের ঘটনা। যার জেরে কিছু সময় টালিগঞ্জগামী মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে ব্লু লাইনের গিরীশ পার্ক স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটে। যার জেরে কিছু সময় বন্ধ করা হয় টালিগঞ্জগামী মেট্রো পরিষেবা। এই বিষয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সকাল ৯.৫৫ মিনিট নাগাদ খবর আসে যে মেট্রোর ডাউন লাইনে ঝাঁপ দিয়েছেন এক যাত্রী। মেট্রো প্রথম কোচের নীচে ঢুকে যান তিনি। ১০.০৪ মিনিট নাগাদ লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

এরপর ১০.১২ মিনিটে মেট্রোর নীচ থেকে উদ্ধার করা হয় ওই যাত্রীকে। ১০.১৭ মিনিটে ফের মেট্রোর থার্ড লাইনে করা হয় বিদ্যুৎ সংযোগ, এবং ১০.২০ মিনিটে পুনরায় মেট্রো চলাচল শুরু হয়। অল্প সময়ের জন্য হলেও, মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ায় সমস্যায় পড়েন অফিসগামী বহু যাত্রী।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শিশুর বাড়তি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখবেন কী করে?

আধুনিক জীবনে ব্যস্ততার ছায়া কেবল আমাদের উপরেই পড়েনি, শিশুরাও এখন সমান তালে ব্যস্ত। ঘুম থেকে উঠেই স্কুল, স্কুল থেকে ফিরে টিউশন, বিকেলে প্রজেক্ট তৈরি, রাতে হোমওয়ার্ক শেষ করার তাড়া। ছোটোবেলা থেকে ইঁদুরদৌড়ে নেমে পড়েছে বাড়ির খুদে সদস্যটিও। কেবল পড়াশোনা করলেই তো হবে না, পাশাপাশি নানা গুণে পারদর্শী হয়ে উঠতে গিয়ে খেলার সময় পাচ্ছে না তারা। সিলেবাসের চাপে রাতের ঘুম ঠিকঠাক হচ্ছে না শিশুর। কখনও আবার মা-বাবার প্রত্যাশার বহর চেপে বসছে শিশুর কাঁধে। এ সবের জেরে স্থূলত্ব তাড়া করে বেড়াচ্ছে অকালেই। ওজন বেড়ে গেলে শিশুদের ডায়াবিটিস, হাঁপানি, হৃদ্রোগ, লিভারের অসুখের ঝুঁকি বাড়ে। এ ছাড়া স্কুলে কিংবা টিউশনে অনেক শিশুকেই মোটা হওয়ার জন্য হেনস্থার শিকার হতে হয়। শিশুর মাত্রাতিরিক্ত ওজন প্রতিরোধ করতে বাবা-মায়েরা কী করবেন? বাইরের খাবারই ওজন বৃদ্ধির মূল কারণ। ছবি: সংগৃহীত।

১) শাকসব্জি দেখলেই শিশুরা দূরে পালায়। পরিবর্তে ভাজাভুজি, মিষ্টি জাতীয় খাবার, বাইরের খাবারের দিকেই তাদের ঝোঁক বেশি। এই সব খাবারই আদতে ওজনবৃদ্ধির মূল কারণ। বাচ্চাদের বেশি করে শাকসব্জি, ফলমূল খাওয়ান। পুষ্টিবিদের কাছে যান শিশুকে নিয়ে। ওর নির্দিষ্ট বয়সে ডায়েট চার্ট ঠিক কেমন হবে, তা মেনে চলুন তাঁদের পরামর্শ মতো। ডায়েট মানেই শিশুর সব প্রিয় খাদ্য বাদ, এমন নয়। চাইল্ড ডায়েটে চকোলেটও থাকে। তাই ভয় নেই। শুধু পরিমাণের উপর নজর দিলেই হবে।

২) খুদের টিফিনে নুডল বা হিমায়িত খাবার বানিয়ে দিচ্ছেন? এতেও কিন্তু ওজন বাড়ছে ওদের। এ ছাড়া প্যাকেটবন্দি স্যুপ এবং নরম পানীয় থেকেও দূরে রাখুন খুদেকে। এ সবে থাকা অতিরিক্ত চিনি, রাসায়নিক, সোডিয়াম শরীরে ফ্যাটের মাত্রা বৃদ্ধি করে। বাড়িতে বানানো খাবারের উপর জোর দিন।

৩) সারা ক্ষণ খুদেকে বই নিয়ে বসিয়ে রাখলে চলবে না, ওকে বাইরে খেলতেও পাঠাতে হবে। ওর ছুটোছুটি করার সময়টা কেড়ে নেবেন না। কাছেপিঠে খেলার মাঠ না থাকলে বা খেলার সঙ্গী না পেলে ক্রিকেট, যোগাসন কিংবা সাঁতারের ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিতে পারেন। তবে এগুলিকেও প্রতিযোগিতার ছলে নিলে চলবে না।

৪) খুদের ঘুমের সঙ্গে কোনও রকম আপস করলে চলবে না। যতই পরীক্ষার পড়াশোনার চাপ থাকুক না কেন, ঘুমের সময় যেন কোনও ভাবেই সাত-আট ঘণ্টার কম না হয়, সে দিকে নজর দিতে হবে।

৫) বেশি করে জল খাওয়ার অভ্যাস করাতে হবে। জল খেলে বিপাকহার নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিপাকহার নিয়ন্ত্রণে থাকলে ওজনও বাগে রাখা সম্ভব। শরীরে জলের ঘাটতি হলে শরীর জল জমিয়ে রাখতে শুরু করে, এতেও চেহারা ফুলে যায়।

ত্বকের দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার খোঁজ বিজ্ঞানীদের

ত্বকের দুরারোগ্য ব্যাধি সোরিয়াসিসের উপশম রয়েছে পথের ধারে অবহেলায় গজিয়ে ওঠা ভুঁইকম্বল নামের এক গাছে। এই বিষয়ক গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে মেডিক্যাল জার্নাল "ফাইটোমেডিসিন"-এ (পিয়ার-রিভিউড)। ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জনজাতি মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক চিকিতা ও ওষুধের জ্ঞানভান্ডারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষকেরা।

তাঁদের সহযোগিতা করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষকেরাও। এই গবেষণাতেই উঠে এসেছে এই তথ্য।

এই গবেষণার নেতৃত্বে ছিলেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক বিপ্লবকুমার মোদক ও অধ্যাপক শঙ্কর ভট্টাচার্য। বিপ্লব জানান, তিনি ও তাঁর গবেষক-ছাত্র পার্থ গরাই পুরুলিয়ার জনজাতি চিকিৎসা ও ওষধি নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। তাঁরা খোঁজ করেন, এই ধরনের ভেষজ ওষুধ কতটা বিজ্ঞানসম্মত। তাঁরা দেখেন, বিভিন্ন প্রদাহমূলক রোগের চিকিৎসায় জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেমনা হের্বাসিয়া বা ভুঁইকম্বলের শিকড় ব্যবহার করার চল রয়েছে। এর পরে বিপ্লব ও শঙ্করের নেতৃত্বাধীন একটি গবেষক দল ভুঁইকম্বলের শিকড়ের নির্যাসে থাকা যৌগগুলির সন্ধান করেন। ইঁদুরের শরীরে কৃত্রিম ভাবে সোরিয়াসিস তৈরি করেছিলেন তাঁরা। তার পর ভুঁইকম্বলের শিকড়ের নির্যাস দিয়ে চিকিতা করা হয় অসুস্থ ইঁদুরটির। গবেষণার এই অংশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন গবেষক-ছাত্র দেবাঞ্জন সরকার। তাঁরা জানাচ্ছেন, শুধু সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়েছে, তা-ই নয়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য ভাবে কম।

শঙ্কর বলেন, "সাফল্য মিলতে আমরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করি, এই গাছের শিকড়ে কী কী উপাদান রয়েছে।" গবেষণাগারে বিভিন্ন পরীক্ষা করে তাঁরা জানতে পারেন, শিকড়ের নির্যাসে থাকা তিনটি উপাদান সোরিয়াসিস (অটোইমিউন ডিসঅর্ডার) নিরাময়ে সাহায্য করে। এই তিনটি উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকার "পিনস্ট্রোবিন" নামে একটি যৌগ।

গবেষণাপত্রে আরও লেখা হয়েছে, মানবদেহে উপস্থিত ম্যাক্রোফেজ নামে একটি ইমিউন কোষ সোরিয়াসিসের কারণ। ভুঁইকম্বল গাছের নির্যাস এই ম্যাক্রোফেজের একটি বিশেষ প্রোটিন ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর এন এফ কাপ্পা বিটার কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ম্যাক্রোফেজের প্রদাহ ও সোরিয়াসিস সৃষ্টির ক্ষমতাকে কমিয়ে আনে। গবেষকদের দাবি, সোরিয়াসিসের বর্তমান চিকিৎসায় মূলত স্টেরয়েড, এন এস এ আই ডি ব্যবহার করা হয়, যা খরচসাপেক্ষ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও অনেক। তাঁদের ব্যাখ্যা, প্রাকৃতিক এই উৎস থেকে যদি ওষুধ তৈরি করা যায়, তা হলে চিকিতার খরচ কমবে, কার্যকর ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন নিরাময় মিলবে।

অল্পতেই ক্লান্ত? সঙ্গে আরও পাঁচ লক্ষণ দেখলেই সতর্ক হোন

জীবনযাপনে ব্যাপক অনিয়ম, খাদ্যাভ্যাসে তেল-মশলার বাড়বাড়ন্ত, কর্মব্যস্ততার কারণে শরীরচর্চায় অনীহা, অতিরিক্ত মদ্যপান এই সব অভ্যাসের কারণে ফ্যাটি লিভার বা লিভার সিরোসিসের মতো অসুখ বাসা বাঁধে শরীরে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের কিছু বদ অভ্যাস এবং ভুলের কারণেই শরীরে বাসা বাঁধে লিভারের অসুখ। যাঁরা নিয়মিত মদ্যপান করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফ্যাটি লিভারের নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ নেই। জীবনশৈলীতে বদল এনেই এই রোগের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। রোগের উপসর্গগুলি জানা থাকলে আগেভাগেই সতর্ক হওয়া যায়। কোন কোন লক্ষণ এই রোগের ইঙ্গিত দেয়? ১) ফ্যাটি লিভারের কারণে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ ভাল করে বেরোতে পারে না। তাই প্রস্রাবের রং ও গন্ধের দিকে নজর রাখুন। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়ার পরেও একটানা প্রস্রাবের রং হলুদ হতে থাকলে এবং দুর্গন্ধ থাকলে ফ্যাটি লিভার সম্পর্কে সচেতন হোন। ২) পায়ের পাতায় জল জমতে থাকলে সতর্ক হোন। পায়ের পাতা, গোড়ালি ফুলে উঠলে লিভারের অসুখ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ৩) কেবল পায়েই নয়, হাতেও ধরা পড়ে ফ্যাটি লিভারের উপসর্গ। হাতের পাতা ফুলে গেলেও সতর্ক হতে হবে বইকি। ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হলে শরীরের আনাচ-কানাচে জল জমতে শুরু করে, ফলে হাতের পাতায় ফোলা ভাব লক্ষ করা যায়। ৪) ফ্যাটি লিভারের কারণে পুরুষদের শরীরে গাইনোকোমাস্টিয়া হানা দিতে পারে। এই রোগে স্তনের টিস্যুর বৃদ্ধি ঘটে। লিভারের কর্মক্ষমতা কমে গেলে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। ফলে স্তনের আকার বাড়তে থাকে, যৌন ইচ্ছে কমে যায়।

৫) অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন? শারীরিক দুর্বলতা বলে এড়িয়ে গেলে কিন্তু সমস্যা ধীরে ধীরে মারাত্মক আকার নিতে পারে।

পাঁচ ফল, ওষুধের পাশাপাশি খেলে কোলেস্টেরল জব্দ করা সহজ হবে

ডায়াবিটিস, থাইরয়েড, উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা ইদানীং বাঙালির দোসর হয়ে উঠেছে। এই ধরনের ক্রনিক কিছু শারীরিক সমস্যার তালিকায় একেবারে উপরের দিকে রয়েছে কোলেস্টেরল। কম বয়সিদের মধ্যেও কোলেস্টেরলের ঝুঁকি বাড়ছে। তবে তার নেপথ্যে যে সব সময় বাইরের খাবার খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, তা কিন্তু নয়। আসলে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে প্রত্যেকের শরীরের বিপাকহারের উপর। কারও যদি রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকে, তাহলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কোলেস্টেরলের মাত্রা থাকতে হবে ২০০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের মধ্যে এবং এলডিএল ১০০ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটারের মধ্যে। কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চর্বিজাতীয় খাবার, চিপ্স, ভাজাভুজি এড়িয়ে চলবেন তো বটেই, সেই সঙ্গে রোজের খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে কয়েকটি ফল। যেগুলি আপনাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে।

রোজের খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে কয়েকটি ফল।

আপেল:

কোলেস্টেরল বা হৃদ্যন্ত্রের কোনও সমস্যা থাকলে চিকিতকেরা সব সময়ই আপেল খাওয়ার পরামর্শ দেন। আপেল হৃদ্যন্ত্রে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। পাশাপাশি, কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

লেবু: ভিটামিন সি যুক্ত লেবু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে। কোলেস্টেরল থাকলে রোজ একটি করে লেবু খেতে পারেন। উপকার পাবেন।

আঙুর:

আঙুরে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। ফাইবার সমৃদ্ধ আঙুর শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রেখে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমায়। সেই ঝুঁকি কমাতে ওষুধের পাশাপাশি আঙুর খান বেশি করে।

কিউয়ি:

শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের পাশাপাশি ভাল কোলেস্টেরলও থাকে। কিউয়ি এই ভাল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাতে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমে। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

আপেল:

কোলেস্টেরল বা হৃদ্যন্ত্রের কোনও সমস্যা থাকলে চিকিতকেরা সব সময়ই আপেল খাওয়ার পরামর্শ দেন। আপেল হৃদ্যন্ত্রে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। পাশাপাশি, কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

লেবু:

ভিটামিন সি যুক্ত লেবু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে। কোলেস্টেরল থাকলে রোজ একটি করে লেবু খেতে পারেন। উপকার পাবেন।

আঙুর:

আঙুরে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। ফাইবার সমৃদ্ধ আঙুর শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রেখে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমায়। সেই ঝুঁকি কমাতে ওষুধের পাশাপাশি আঙুর খান বেশি করে।

কিউয়ি: শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের পাশাপাশি ভাল কোলেস্টেরলও থাকে। কিউয়ি এই ভাল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাতে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমে। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

শরীরচর্চায় কমে স্ট্রোকের ঝুঁকি

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। জিমে না গিয়ে বাড়িতেও যদি শরীরচর্চার অভ্যাস বজায় রাখতে পারেন, তাহলে দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকা সম্ভব। শরীরচর্চার অভ্যাস যে শুধু ছিপছিপে থাকতে সাহায্য করে, তা কিন্তু নয়। বরং শরীরচর্চা একাধিক রোগ থেকেও দূরে থাকতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা জানাচ্ছে, নিয়মিত ব্যায়াম করলে স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমে।

হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতে এবং হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমাতেও ব্যায়ামের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখা যায়।

ধনুরাসন- পেট উপুড় করে শুয়ে পড়ুন। তার পর হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা যতখানি সম্ভব পিঠের উপর নিয়ে আসুন। এ বার হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে গোড়ালির উপর শক্ত করে চেপে ধরুন। চেষ্টা করুন পা দুটো মাথার কাছাকাছি নিয়ে আসতে। এই ভঙ্গিতে মেঝে থেকে বুক হাঁটু এবং উরু উঠে আসবে। তলপেট এবং পেট মেঝেতে রেখে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড থাকুন। তার পর পূর্বের ভঙ্গিতে ফিরে যান। এই আসন বার তিনেক করতে পারেন।

ভুজঙ্গাসন মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার হাতের তালু মেঝের উপর ভর দিয়ে পাঁজরের দুই পাশে রাখুন। এর পর কোমর থেকে পা পর্যন্ত মাটিতে রেখে হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে বাকি শরীরটা ধীরে ধীরে উপরের দিতে তুলুন। এর পর মাথা বেঁকিয়ে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে ২০-৩০ সেকেন্ড থাকার পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যান। প্রথম দিকে এই আসন তিন বার করুন। পরবর্তীকালে ৫-৬ বারও করতে পারেন।

পদহস্তাসন- এই আসনটি করার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ান। তার পর আস্তে আস্তে পা দুটো সামান্য ফাঁক করুন। ভাল করে শ্বাস নিতে নিতে হাত দুটো উপরের দিকে তুলুন। এ বার আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। হাতের সাহায্যে গোড়ালি স্পর্শ করুন। খেয়াল রাখবেন হাঁটু যেন না ভাঙে। ২০-৩০ সেকেন্ড এই অবস্থায় থাকার পর আগের অবস্থায় ফিরে যান।

মুখের মেকআপ

রাত জেগে সিরিজ, সিনেমা বা রিল দেখা একেবারে নেশার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। অথচ জানেন, চোখের তলায় কালি পড়ার জন্য এই কটা কারণই যথেষ্ট। সামনে পুজো। রোজই ভাবেন, কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কিছুই করা হয়ে ওঠে না। ঘুম যখন আসে, তত ক্ষণে রাত কেটে দিনের আলো ফুটে যায়। তবে চোখের তলার এই কালি দূর করতে বাজারে বিভিন্ন রকম ক্রিম কিনতে পাওয়া যায়। এত কম সময়ে চোখের কালি মুছে যাবে না। সাময়িক ভাবে চোখের কালি ঢাকতে প্রসাধনী ব্যবহার করা যেতেই পারে। পেশাদার রূপটান শিল্পীদের মতো চোখের বেস মেকআপ করার সহজ টিপ্স রইল এখানে।

১) কোল্ড কমপ্রেস

মুখের মেকআপ শুরু করার আগে অনেকেই বরফ ঘষে নেন। চোখের ক্ষেত্রেও অন্যথা হবে না। তবে চোখের উপর এবং চারপাশে সরাসরি বরফ ঘষবেন না। আইস প্যাক বা আইস বল দিয়ে হালকা হাতে মাসাজ করে নিতে পারেন।

২) আই ক্রিম

মেকআপ দিয়ে চোখের কালি ঢাকার আগে ত্বকের আর্দতা বজায় রাখতে হবে। তার জন্য বিশেষ ধরনের আই ক্রিম পাওয়া যায়। তা ব্যবহার করতে পারেন। হায়ালুরনিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি দেওয়া ময়েশ্চারাইজার এবং আইক্রিম হলে আরও ভাল।

৩) কালার কারেকশন

বাজারে কমলা, বেগনি, সবুজ বিভিন্ন ধরনের কালার কারেক্টর কিনতে পাওয়া যায়। কোনটি কার জন্য উপযুক্ত, তা জনতে গেলে চোখের তলার কালি কতখানি গাঢ়, তা বুঝতে হবে। কালির ঘনত্ব খুব গাঢ় হলে কমলা রং, তার চেয়ে সামান্য হালকা হলে বেগনি, আর যদি সবে মাত্র কালচে দাগ পড়তে শুরু করে সে ক্ষেত্রে সবুজ রঙের কারেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এর সঙ্গে ত্বকের রং কেমন সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

৪) কনসিলার

এ বার ত্বকের রঙের সঙ্গে মানিয়ে চোখের তলায় বিন্দু বিন্দু করে মেখে নিতে হবে কনসিলার। ফাউন্ডেশনের মতো কনসিলারেরও অনেকগুলি শেড কিনতে পাওয়া যায়। তবে কনসিলার চোখের তলায় মেখে ঘষতে হয় না। ব্রাশ বা স্পঞ্জের সাহায্যে ত্বকের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়।

৫) সেটিং পাউডার

কনসিলার দেওয়ার পর তা ত্বকের সঙ্গে ভাল করে বসে যাওয়া পর্যন্ত আপেক্ষা করতে হয়। সব শেষে সেটিং পাউডার দিয়ে কনসিল সেট করে নিলেই চোখের বেস মেকআপ তৈরি।

জুতোর দুর্গন্ধ দূর হবে

টি ব্যাগ ব্যবহার করে সাধারণত ফেলে দেওয়া হল আমাদের অভ্যাস। ব্যবহৃত চা পাতা দিয়ে আর কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে খুব বেশি কারও মাথাব্যথা থাকে না। তবে ব্যবহৃত চা পাতাই সংসারের নানা কাজে আসতে পারে, সেই খবর রাখেন কি? কী কী ভাবে ব্যবহার করা টি ব্যাগ সংসারের নানা ঝামেলার সমাধান করতে পারে, রইল তার হদিস।

১) নানা বাসনপত্রে তেলতেলে ভাব হয়ে যায়। বিশেষ করে রান্নার বাসনে এমন বেশি হয়। এই তেল সরাতে সাহায্য করতে পারে ব্যবহৃত টি ব্যাগ। একটি পাত্রে জল গরম করে তাতে ব্যবহৃত কয়েকটি টি ব্যাগ ফেলে দিন। তার মধ্যে কয়েক ঘণ্টা চুবিয়ে রাখুন তেলচিটে যে কোনও বাসন। কিছু ক্ষণ পর তুলে ধুয়ে নিলে একেবারে ঝকঝকে দেখাবে।

২) বাগানের শখ থাকলে বাজার থেকে কিনে আনা সারের পাশাপাশি টি ব্যাগের উপরেও ভরসা রাখতে পারেন। চায়ের পাতা গাছের গোড়ায় সার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। ইন্ডোর প্লান্টের ক্ষেত্রে এই সার দারুণ কাজ করে। ৩) জুতায় ঘামের দুর্গন্ধ অনেকেরই সমস্যা। প্রতি দিন বাইরে থেকে এসে দু'টি টিস্যু পেপারের মধ্যে চা পাতা মুড়ে সকাল পর্যন্ত জুতায় রেখে দিন। গন্ধ হবে না। ৪) কাজের চাপে হোক বা কম ঘুমের জন্যই হোক, চোখের নীচে ফোলা ভাব বা চোখ লাল হয়ে যাওয়া আমাদের অনেকেরই সমস্যা। সেই সঙ্গে কালো দাগের সমস্যা তো আছেই। এই সব সমস্যা থেকে আরাম পেতে টি ব্যাগ নিন, ঠান্ডা পানীয়ে ভিজিয়ে নিয়ে চোখের উপর রেখে শুয়ে থাকুন ১৫ মিনিট। দেখবেন চোখের ফোলা বা লাল ভাব কমে গিয়ে কান্তি দূর হয়েছে অনেকটাই। নিয়মিত ব্যবহার করলে কালো দাগও চলে যাবে।

৫) ব্রণের সমস্যায় নাজেহাল? ব্যবহৃত চা পাতা বার বার ফুটিয়ে ঘন লিকার তৈরি করে সেই চা ত্বকে লাগালে ব্রণের সমস্যা কমবে। রোদে পুড়ে ত্বকের বেহাল দশা? কালচে ভাব দূর করার জন্য ঠান্ডা চায়ের লিকার তুলো ভিজিয়ে লাগান। ব্যবহৃত টি ব্যাগও ঠান্ডা করে লাগাতে পারেন। জ্বালা ভাব কমবে। নিয়মিত ব্যবহারে দাগও চলে যাবে।

ভারতে আসছেন বিদেশী প্রতিনিধিরা, জি-২০ নেতাদের আগমণে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতে বিভিন্ন বিদেশী প্রতিনিধি দলের সদস্যরা নতুন দিল্লিতে আসতে শুরু করেছেন। সর্বাগ্রে এসেছেন নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবু। আর বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে এসেছেন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ জগন্নাথ। শুক্রবার ভারতে আসছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। বাইডেনের পাশাপাশি আমেরিকা থেকে উড়ে আসছে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সরকারি গাড়ি 'দ্য বিস্ট'। ভারত সফরের সময় বাইডেন এই বিলাসবহুল ক্যাডিলাক গাড়ি চড়েই ভ্রমণ করবেন।

'দ্য বিস্ট' বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ও নিরাপদ গাড়ি হিসেবে পরিচিত। বুলেট প্রতিরোধী এই গাড়ি সব সময় বাইডেনের নিরাপত্তারক্ষীদের পাহারায় থাকে।

দিল্লিতেও এই গাড়ির জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাইডেন-সহ অন্যান্য বিদেশী প্রতিনিধিদের আগমন ঘিরে চরম ব্যস্ততা দিল্লি জুড়ে। কড়া ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে রাজধানীকে। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ের সব থেকে বাইরের স্তরে থাকবে আধাসামরিক বাহিনী, দ্বিতীয় স্তরে থাকবে বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডো এবং সবচেয়ে ভিতরের বলয়ে থাকবেন গোয়েন্দা বিভাগের গোপন আধিকারিকরা।

কোরবা : রাস্তার ধারে ভাল্লুকের দেহ উদ্ধার, তদন্তে বন দফতর

কোরবা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দেবপাহাড়ি ও লেমরু বনের মধ্যবর্তী রাস্তার পাশে একটি ভাল্লুকের দেহ পাওয়া গেছে। ভাল্লুকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বন দফতরের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে বনবিভাগের লেমরু ফরেস্ট রেঞ্জ দিয়ে পথচারীরা যাওয়ার সময় মরা ভাল্লুক দেখে ভয় পেয়ে যায়। তারা ভেবেছিল ভালুকটি বেঁচে আছে বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও কোন নড়াচড়া না করায় কাছে গিয়ে দেখে ভালুকটি মারা গেছে, এরপর পথচারীরা বন বিভাগকে খবর দেয়।

ঘটনার খবর পেয়ে বন দফতরের আধিকারিক ও দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে বন দফতরের দল। তদন্তে ভাল্লুকের মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। আঘাত দেখে ধারণা করা হচ্ছে দ্রুতগামী কোনো গাড়ির ধাক্কায় ভাল্লুকটির মৃত্যু হতে পারে।

এই বিষয়ে কোরবা ডিএফও পি অরবিন্দ বলেছেন, ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই লেমরু রেঞ্জারকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে, যেখানে তদন্ত শুরু হয়েছে। কবে, কীভাবে এবং কী পরিস্থিতিতে ভাল্লুকটির মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে। বর্তমানে ময়নাতদন্তের পর ভাল্লুকটিকে দাহ করা হবে।

বিশ্বের প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসিয়ান : প্রধানমন্ত্রী মোদী

জাকার্তা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিশ্বের প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসিয়ান। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত ২০-তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'এই বছরের থিম হল আসিয়ান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে সবার কণ্ঠস্বর শোনা হয় এবং আসিয়ান হল প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দু, কারণ বিশ্বের প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসিয়ান।'

বৃহস্পতিবার সকালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত ২০-তম আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'আমাদের ইতিহাস ও ভূগোল ভারত এবং আসিয়ানকে এক করে। একইসঙ্গে আমাদের ভাগ করে নেওয়া মূল্যবোধ, আঞ্চলিক একীকরণ এবং শান্তি, সমৃদ্ধি এবং একটি বহুমুখী বিশ্বে আমাদের ভাগ করা বিশ্বাসও আমাদের একত্রিত করে। আসিয়ান হল ভারতের অ্যাক্ট ইস্ট নীতির কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। আসিয়ান-ভারত কেন্দ্রীয়তা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক বিষয়ে আসিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভারত সমর্থন করে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'গত বছর আমরা ভারত-আসিয়ান বন্ধুত্ব দিবস উদযাপন করেছি এবং এটিকে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপ দিয়েছি। আমাদের অংশীদারিত্ব চতুর্থ দশকে পৌঁছেছে। এই শীর্ষ সম্মেলনে সহ-সভাপতি হওয়া আমার জন্য সম্মানের। আমি এই শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডোকে অভিনন্দন জানাতে চাই।'

সাফল্য এসটিএফ-এর, দুটি ট্রাকে ফেনসিডিল সহ দুই পাচারকারী আটক

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দুটি ট্রাকে প্রায় ৩৩ লাখ টাকার ফেনসিডিল সহ দুই পাচারকারীকে আটক করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ধৃতেরা উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুরের বাসিন্দা দিনেশ কুমার (২৬) এবং বিহারের বৈশালীর বাসিন্দা রাজেশ রাই ওরফে কাল্লু (২৭)। রাজেশও কলকাতার উল্টাডাঙ্গা রোডে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছিল।

আইপিএস ইন্দ্রজিৎ বসু বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, বুধবার রাতে চোরাচালানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির পরে এসটিএফের একটি দল হাওড়ার সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত জঙ্গলপুর এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। সন্দেহজনক দুটি ট্রাক দেখেই ঘিরে ফেলা হয়। তল্লাশি করে ফেনসিডিল ভর্তি ৬৬০০ বোতল উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, দুটি ট্রাকের মধ্যে একটি উত্তরপ্রদেশ থেকে এবং অন্যটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসছিল। উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা ট্রাকে ফেনসিডিল বোঝাই ছিল, সেটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা ট্রাকে ভরে সীমান্তের ওপারে পাচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দুই চোরাকারবারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের অন্য সহযোগীদের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে সাঁকরাইল থানায় এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

হরিদেবপুরে ট্রাফিক সার্জেন্টের ওপর হামলা, অভিযুক্ত গ্রেফতার

হরিদেবপুর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হরিদেবপুরে সিভিক ভলান্টিয়ার ও ট্রাফিক সার্জেন্টকে মারধোর করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় ট্রাফিক সার্জেন্ট নাকে আঘাত পান। অভিযুক্তের নাম ভিকি চক্রবর্তী। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। আহত পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে স্কুটারে করে মুরগি নিয়ে দোকানে যাচ্ছিলেন ভিকি। এদিকে, একজন সিভিক ভলান্টিয়ার তার পথ আটকায়। ভিকি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্কুটারসহ পড়ে যায়। এর পর ভিকি সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর শুরু করেন। ভিকিকে থামাতে এগিয়ে আসেন অন-ডিউটি ট্রাফিক সার্জেন্ট অনিরুদ্ধ বিশ্বাস। অনিরুদ্ধকেও ঘুষি মেরে তার নাক ভেঙে দেয় ভিকি।

১ বৈশাখ বাংলা দিবস পালনের প্রস্তাব পাশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৬৭ ভোটে পাশ ১ বৈশাখ বাংলা দিবস পালনের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট পড়েছে ৬২ টি। বাংলার মাটি বাংলার জল গানটিকে রাজ্য গান গাওয়ার প্রস্তাবও পাশ হয় ভোটাভুটিতে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বক্তব্য রাখার পরই বিল পাশ বলে ঘোষণা করলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের ভোটাভুটিতে অনুপস্থিত ছিলেন একজন।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বাংলা দিবস ও রাজ্য সঙ্গীত নিয়ে প্রস্তাব আনা হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। বৃহস্পতিবার তৃণমূল পরিষদীয় দলের তরফে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিধানসভায়। বাংলা দিবস নিয়ে প্রস্তাব পড়েন শোভনদেব। প্রস্তাবক হিসাবে নাম রয়েছে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুশীল সাহা, বিরবাহা হাঁসদা, সত্যজিৎ বর্মণ, কালীপদ মণ্ডল, বিশ্বজিৎ দাস এবং কৃষ্ণ কল্যাণীর। ১ বৈশাখকে বাংলা দিবস করার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে ওই প্রস্তাবে। এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটিকে রাজ্য সঙ্গীত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এদিন এই প্রস্তাব পেশের সময় অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও।

এদিনের সভায় শুভেন্দুদের উদ্দেশে গেঞ্জি পরে আসা নিয়ে হাউসের রুল পড়ে শোনালেন স্পিকার। এরপর বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বক্তব্য রাখতে ওঠেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস ২০ জুন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনের সঙ্গে রাজ্য প্রতিষ্ঠার কী সম্পর্ক?, প্রশ্ন শঙ্করের। তিনি বলেন, শ্যামাপ্রসাদ উপলব্ধি করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের কী অবস্থা হতে পারে ৫০ বছর পর। তাই তাঁর ঠিক করে যাওয়া দিন ২০ জুনকেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস বলে মানি। এই তারিখকে দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতি বলা হচ্ছে। ১ বৈশাখ কেন হবে?

এদিনের সভায় ১৬ অক্টোবর বাংলার প্রতিষ্ঠা দিবস রাখার প্রস্তাব দেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তিনি প্রশ্ন তোলেন, এই বাংলা দিবস উদযাপন করলে কি ডিএ মিলবে? বাংলার দিবস হলেই কি দুর্নীতি ঘুচে যাবে।

বিধানসভার বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বনে, ২০ জুন রাজভবন পালন করেছেন। তাই কি বিরোধিতা করতেই হবে। আমার অনুরোধ সাংবিধানিক প্রধানের মতকে মেনে নিক রাজ্য সরকার। শুভেন্দু বলেন, আপনাদের শাসকদল যদি ২ কোটি ৮০ লক্ষের জনাদেশ পেয়ে থাকে। আমরাও ২ কোটি ২৮ লক্ষের জনাদেশ পেয়ে এখানে এসেছি। কারও দয়ার দানে আসিনি। এই প্রস্তাবকে আপনারা পাশ করাবেন। আপনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। এর পরিণতি হবে, বঙ্গ নামের মতো। এর পরিণতি হবে বিধান পরিষদের মতো। এই প্রস্তাবের পরিণতি হবে, মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য করার মতো। এই প্রস্তাবের পরিণতি হবে, বিএসএফের বিরুদ্ধে নেওয়া রেজুলেশনের মতো। এই প্রস্তাবের পরিণতি হবে, ইডি-সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে নেওয়া রেজুলেশনের মতো। সবাই জানে, ১৯৪৭-এর ২০ জুন (নথি তুলে ধরে) পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে থাকার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এই দিনকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। এই রেকর্ড আপনি নষ্ট করতে পারবেন না। দিনটা গ্রহণ করতে আপত্তি কোথায়? প্রশ্ন তোলেন বিরোধী দল নেতা।

এদিন তিনি আরও বলেন, ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস প্রমাণিত সত্য। রেজলিউশন নিয়ে এর পরিবর্তন করতে পারবেন না। আমরা জানি এখানে আপনারা কী করবেন। ভোট করবেন। আমরা বিরুদ্ধে ভোট দেবো সেটাও আপনার উপরে। আপনি আবার ভয়েস ভোটও করিয়ে দিতে পারেন। আপনার উপরে। তার পর রাজভবনে যাচ্ছি দল বেধে। যাতে এই রেজলিউশনটায় রাজ্যপাল অনুমোদন না দেন। আজকেই যাব।

নিজের বক্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর রাজ্যপাল যাতে বিলে সই না করেন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পালটা হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, "রাজ্যপাল সই না করলেও আমরা ওই দিনটিতেই বাংলা দিবস হিসেবে পালন করব।" এনিয়ে দীর্ঘ ইতিহাসের কথাও বিস্তারিত তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলায় রাজ্যই প্রতিষ্ঠা হয়নি। কোনও মর্যাদাকর ঘটনা ঘটেনি। অনেক পুরনো রাজ্য বাংলা। ব্রিটিশরা যাওয়ার আগে দুটো ভাগে ভেঙে দিয়ে যায়। লক্ষ বাঙালি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মূল পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয় ১৫ আগস্ট। পরে আরও অংশ জুড়েছে। আমাদের কাছে অনেক পরামর্শ এসেছিল। ইমাম, রাজবংশী, তপশিলি, হিন্দি, উর্দুভাষী, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান ক্লাব এসেছিল। অনেক পরামর্শ এসেছে। রাখির দিনের কথা বলেছেন কেউ কেউ। হিন্দু মহাসভাও এসেছিল। ৯৯ শতাংশ লোক বলেছে, পয়লা বৈশাখ দিনটিই পালিত হোক।" তিনি আরও বলেন, কিন্তু এমন একটা দিন করা উচিত যেই দিনটা বাংলার সঙ্গে লেগে আছে। তাঁর কথায়, "বাংলার ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন ১ বৈশাখ। বাঙালি শুভ কাজের সূচনা করে এই দিন। সেই দিনটা আমরা বাংলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দিবস করতে চাই। আর 'বাংলার মাটি বাংলা জল'কে 'রাজ্য সংগীত' করতে চাই। একটা রাজনৈতিক দল আছে, তাঁরা আগেই বলে গেলেন যে তাঁরা রাজভবন যাবেন। যাতে সই না করেন। না করতে পারেন। কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। কে সমর্থন করল, না করল কিছু যায় আসে না। আমাদের নির্দেশ থাকবে, ১ বৈশাখ আমরা রাজ্য দিবস পালন করব। আর ওই গানটিকে আমরা রাজ্য গান করব। বাংলার জয়গান গাও। মাটির জয়গান গাও।"

এদিন বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে মমতা আরও বলেন, 'কেন্দ্র সরকার বিজ্ঞপ্তি দেয় বটে। কিন্তু এত বছরে আগে কখনও পালন করা হয়নি। ২০ জুন দিনটির সঙ্গে বাংলার কোনও সম্পর্ক নেই। ওই বিধ্বংসী দিনটি ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাংলার মানুষের কাছে কখনও গৃহীত হবে না। একটি দলের ইচ্ছে অনুযায়ী সব হবে, যা চাপিয়ে দেবে, মেনে নিতে হবে, এটা হতে পারে না।'

এর পরই ভোটাভুটি হলে, প্রস্তাবের সপক্ষে বেশি ভোট পড়ে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বক্তব্য রাখার পরই প্রস্তাব পাশ বলে ঘোষণা করলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ১৬৭-৬২ ভোটে প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ভোটপ্রক্রিয়ায় অংশ নেননি। অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ 'বাংলা দিবস' পালিত হবে বলে প্রস্তাব পাশ হয়। শাসকদলের বিধায়করা বিধানসভাতে "বাংলার মাটি, বাংলার জল" গেয়ে ওঠেন সমস্বরে। "জয় বাংলা" ধ্বনিও ওঠে।

তবে প্রস্তাব পাস হলেও, তাতে রাজ্যপালের সই প্রয়োজন। রাজ্যপালকে সই করতে দেবেন না, আগের বিলগুলির মতোই অবস্থা হবে এই প্রস্তাবের, এই মর্মে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন শুভেন্দু। তাই বিষয়টি নিয়ে ফের রাজ্য-রাজভবন সংঘাত দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল।

ইউক্রেনে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত ১৭, আহত আরও ৩৮ জন

কিয়েভ, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইউক্রেনের একটি বাজারে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহতে সংখ্যা বেড়ে ১৭ দাঁড়িয়েছে। দোনেৎস্ক অঞ্চলের কস্তিয়ান্তিনিভকা শহরের একটি বাজারে এই হামলা করা হয় বলে জানা গেছে। বুধবারের এই ঘটনায় আরও অন্তত ৩৮ জন আহত হয়েছেন।

ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন, এই হামলা বিগত কয়েক মাসের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ। ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ড্যানিস শ্যামিহাল হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামের নিজ চ্যানেলে শ্যামিহাল বলেন, রাশিয়ার সৈন্যরা সন্ত্রাসী। তাদের কখনোই ক্ষমা করা হবে না, শাস্তিতেও থাকতে দেওয়া হবে না। সবকিছুরই উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে হামলার ঠিক আগে বাজারটিতে বেসামরিক লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভিডিওটি হামলার ঠিক আগের বলে দাবি করেন তিনি। কস্তিয়ান্তিনিভকা শহরটি গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্র বাখমুতের বেশ কাছাকাছি। তাই শহরটিতে সামরিক উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি।

রাশিয়া বিগত কয়েক মাস ধরেই ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে গেলেও এতে এত বেশ প্রাণহানির ঘটনা খুবই বিরল। গত এপ্রিলে উমান নামে একটি শহরে রুশ হামলায় বেশ কয়েকজন শিশুসহ ২৩ জন নিহত হয়েছিল। তারও আগে, নিপ্রোতে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ৪০ জন নিহত হয়।

উত্তর দিনাজপুরে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা, রায়গঞ্জে আক্রান্ত সর্বাধিক

রায়গঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উত্তর দিনাজপুর জেলাতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে। জেলায় এখনও পর্যন্ত এই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ১৫০ জন। এর মধ্যে রায়গঞ্জ ব্লকে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। প্রায় ৭৭ জন। রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জ এলাকায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ জন। এদের মধ্যে কেউ হাসপাতালে কেউবা আবার বাড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রায়গঞ্জের এই মারাইকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুভাষ গঞ্জে ডেঙ্গু আক্রান্ত এলাকায় গেলেন জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক পূর্ণ কুমার

বিধানসভায় ১ বৈশাখ বাংলা দিবস পালনের প্রস্তাব আনল তৃণমূল, বিরোধিতা বিজেপির

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বাংলা দিবস ও রাজ্য সঙ্গীত নিয়ে প্রস্তাব আনা হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়। ১ বৈশাখকে বাংলা দিবস করার পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে ওই প্রস্তাবে। এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটিকে রাজ্য সঙ্গীত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার তৃণমূল পরিষদীয় দলের তরফে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। প্রস্তাবক হিসাবে নাম রয়েছে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, ব্রাত্য বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুশীল সাহা, বিরবাহা হাঁসদা, সত্যজিৎ বর্মণ, কালীপদ মণ্ডল, বিশ্বজিৎ দাস এবং কৃষ্ণ কল্যাণীর। যদিও বাংলা দিবস ঘোষণার বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানাতে রাজভবনে যাচ্ছেন বিজেপি বিধায়কেরা। বিজেপি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টে নাগাদ বিধানসভা থেকে মিছিল করে রাজভবনের উদ্দেশে যাবেন দলীয় বিধায়কেরা। রাজ্য দিবস এবং রাজ্য সঙ্গীত নিয়ে প্রস্তাব আনার বিষয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "রাজ্যপাল এই প্রস্তাবে সই করবেন না। রাজ্যের নাম পরিবর্তন, বিধান পরিষদ গঠনের মতোই হাল হবে এই প্রস্তাবের।" উল্লেখ্য, এই বিষয়গুলি নিয়ে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করানো হলেও সেগুলি এখনও পর্যন্ত কার্যকর করা যায়নি। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে কোন দিনটিকে বেছে নেওয়া হবে, তা নিয়ে বেশ কয়েক দিন ধরেই বিতর্ক চলছে রাজ্য রাজনীতিতে। রাজ্য বিজেপির তরফে স্থির হয়েছিল ২০ জুন তারিখটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে পালন করা হবে। কারণ, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার ভোটাভুটিতে বাংলা ভাগের বিষয়টি স্থির হয়েছিল। বাংলা দু'ভাগে ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়। পশ্চিমবঙ্গ ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশ আলাদা হয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু রাজ্যের শাসকদল ও বিশিষ্টজনদের একাংশেরও বক্তব্য, দেশভাগের সঙ্গে বেদনার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। তাই ওই দিনটি পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে না। অবশেষে ১ বৈশাখকে বাংলা দিবস করার পক্ষে প্রস্তাবে আনা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দুর্নীতি ও হিংসামুক্ত রাখতে লড়াই চালিয়ে যাব : রাজ্যপাল বোস

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দিয়েই দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। তিনি জানিয়েছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দুর্নীতি ও হিংসামুক্ত রাখতে লড়াই আমি চালিয়ে যাব।' বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তায় রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি কোনও রকম চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। রাজ্যপাল বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দুর্নীতি ও হিংসামুক্ত রাখতে লড়াই চালিয়ে যাবেন তিনি। রাজ্যপাল হওয়ায় তিনিই রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাধিকারবলে আচার্য। তাই তিনি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তা সংশোধন করা তাঁর কর্তব্য।

রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, 'আমি চাই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হিংসামুক্ত হোক এবং ভারতের মধ্যে সেরা হোক।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও স্বামী বিবেকানন্দের উদাহরণ তুলে ধরে রাজ্যপাল বলেন, 'এমন মহাপুরুষদের বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই দুর্নীতি ও হিংসামুক্ত হতে হবে।' অন্তর্বর্তীকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের জন্য রাজভবনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, রাজ্যপাল বোস বলেন, 'আমি তাঁদের নিয়োগ করেছি, কারণ সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের আগে করা কিছু নিয়োগের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। পূর্বে নিযুক্ত কয়েকজন ভাইস-চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, যৌন হয়রানি এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ ছিল... পদত্যাগ করা পাঁচজন উপাচার্য আমাকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন তাঁরা হুমকি পেয়েছেন।' রাজ্যপাল বোস আরও বলেন, 'বাংলার পরবর্তী প্রজন্মই রাজ্যের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা অথবা সংকটকে আমি উপেক্ষা করতে পারি না। সেজন্য সকল বাধা মোকাবিলা করে চ্যান্সেলর হিসেবে আমার দায়িত্ব পালন করে যাব।'

লখিমপুরে পুলিশ দলের ওপর হামলা মাদক কারবারিদের, আহত মহিলা সহ দুই, আটক ৫০

লখিমপুর (অসম), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মাদক কারবারিকে ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে পুলিশের দল। দুষ্কৃতীদের হামলায় আহত হয়েছেন মাদক কারবারির স্ত্রী ও এক পুলিশ কর্মী। কর্তব্যরত পুলিশের ওপর হামলার দায়ে এখন পর্যন্ত ৫০ জনকে আটক করা হয়েছে। হামলার ঘটনা গতকাল রাতে লখিমপুর জেলার অন্তর্গত বিহপুরিয়ার বঙালমরা ২ নম্বর আহমেদপুরের দলনিরপাড় গ্রামে সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, ধৃত এক মাদক পাচারকারীকে সঙ্গে নিয়ে তার সাঁকরেদকে পাকরাও করতে গতকাল বুধবার রাতে আহমেদপুরের দলনিরপাড় গ্রামে সাদা পোশাকে হানা দিয়েছিল পুলিশের দল। অভিযুক্ত মাদক কারবারি সাদ্দাম হুসেন ওরফে বিলায়তকে ধরেও ফেলে পুলিশ। তখন পুলিশের ওপর লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালিয়ে বসে বিলায়েতের পরিবারের সদস্যরা। তাদেরই একজন যে জওয়ানের কবজায় ছিল সাদ্দাম, তাঁকে দাঁত ফুটিয়ে কামড়ে ধরে। ইত্যবসরে সুযোগ বুঝে জওয়ানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে পালিয়ে যায় সাদ্দাম হুসেন।

এদিকে হামলার সময় মাদক কারবারি সাদ্দামের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ওয়াহিদা বেগম গুরুতরভাবে ঘায়েল হয়েছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে।

ঘটনার পর বিশাল পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে পলাতক সাদ্দাম হুসেনকে খোঁজে বের করতে ময়দানে নামেন লখিমপুরের দাবাং পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্র। তাঁর নেতৃত্বাধীন পুলিশ ঘটনাস্থল দলনিরপাড় গ্রাম থেকে প্রায় ৫০ জনকে আটক করে পৃথক পৃথক কয়েকটি থানা যথাক্রমে বঙালমরা, বিহপুরিয়া, ধলপুর, নাওবৈচা, লালুকে রেখেছে।

বামেদের

● প্রথম পাতার পর

পর থেকে বামেদের মধ্যে ক্ষয় রোগ শুরু হয়েছে। ২০২৩-এ নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের স্বাদ না পাওয়ার পর অনেকটাই দলের কর্মীদের মধ্যে হতাশার ছাপ লক্ষ্য করা গেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। অনেকেই দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে। বামেরা এখন শুধু আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

নেশা সামগ্রী উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

খবর আসে মধ্য চারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা মিলন মিয়ার বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে এদিন গভীর রাতে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার ও নিশ্চিন্তপুর বিএসএফ ৪২ নং বিওপি যৌথ অভিযান চালিয়েছে। বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬২ গ্রাম হেরোইন, ৯০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, ৫০০০ খালি কৌটা সহ ৫ হাজার নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। বাজেয়াপ্ত নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য আনুমানিক পাঁচ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার কিরণ কুমার।

ওই দিনের অভিযানে ছিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার, আমতলী থানার এসডিপিও আশীষ দাশগুপ্ত, ওসি রঞ্জিত দেবনাথ সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।

কেন্দ্রের প্রার্থী

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার যোগদান করলেন পদ্ম শিবিরে। যদিও তার বাড়ি ৪৫ নং কমলপুর কেন্দ্রে। তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। পদ্ম শিবিরে যোগদান করে তাপস দাস জানান, প্রদেশ কংগ্রেসের কোন ভবিষ্যৎ নেই এবং ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে সময় দেখা গেছে দিল্লি থেকে কোন স্টার ক্যাম্পেনার রাজ্যে ভোট প্রচারে আসেনি। কংগ্রেস দলকে এখন সিপিআইএমের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। যোগদান সভায় তিনি কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে বলেন যাতে বিজেপিতে এসে যোগদান করে উন্নয়নের ধারা রাজ্যে বজায় রাখে। যোগদান সভায় বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৪৫ কমলপুর মন্ডল সভাপতি প্রশান্ত সিনহা, সাধারণ সম্পাদক অরূপ চৌধুরী। এখনো যারা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বিরোধী শিবিরে রয়েছেন তাদেরকে উন্নয়নের স্বার্থে শাসক দলের পতাকাতলে শামিল হওয়ার জন্য দলের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

মোদী ও হাসিনার

● প্রথম পাতার পর

সম্মেলনের সাইডলাইনে একাধিক বিশ্ব নেতার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন। প্রাথমিকভাবে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স ও প্রধানমন্ত্রী, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। মোমেন জানান, আগামী ১০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা জানাবেন। এরপর তিনি জি-২০ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন।প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে নয়াদিল্লিতে যাবেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড় মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, অ্যাম্বাসেডর-অ্যাট-লার্জ-যিনি জি-২০ তে বাংলাদেশ শেরপা, বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, বিদেশ-সচিব মাসুদ বিন মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লি থেকে ঢাকায় ফিরবেন বাংলাদেশ সরকার প্রধান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলা দিবসের বিরুদ্ধে রাজভবনে বিজেপি

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ সরকার বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে উদযাপনের জন্য একটি প্রস্তাব পাস করেছে। এর বিরুদ্ধে রাজভবনের দ্বারস্থ বিজেপি। এদিন বিরোধী দল নেতা এবং প্রবীণ বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বে রাজভবনে যান বিজেপি বিধায়করা। তিনি গভর্নর ড. সি.ভি. আনন্দ বোসের সাথে দেখা করে এই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এ জন্য তিনি দলের পক্ষ থেকে স্মারকলিপিও দিয়েছেন। এদিন রাজবভন থেকে বেরিয়ে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ পৃথকভাবে অস্তিত্ব লাভ করে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০ জুনকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জোরপূর্বক বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে ঘোষণা করার জন্য জোর দিয়েছিল। তাই আমরা রাজ্যপালকে অনুরোধ করেছি এই প্রস্তাবে সম্মতি না দিতে। গভর্নরের সম্মতি না পেলে তা আইনত বৈধ হবে না। এমন পরিস্থিতিতে পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন করতে পারবে না রাজ্য সরকার।শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ১৬ আগস্ট গণহত্যা দিবস। স্বাধীনতার সময়, এই দিনে হিন্দুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গর্বের সাথে এই দিনটিকে খেলা হবে দিবস হিসাবে উদযাপন করেন। তিনি অনেক দিন উদযাপন করেন কিন্তু সরকারি টাকায় পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন করতে পারবেন না। ২০ জুন ১৯৪৭ সালের ইতিহাস বিকৃত করার ক্ষমতা পিসি ভাইপো কারো নেই। পহেলা বৈশাখে মমতা যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু সরকারি তহবিলের অপব্যবহার করে তিনি এই দিনটি পালন করতে পারবেন না। এটা আমার চ্যালেঞ্জ।

মন্ত্রী বিধায়কদের ভাতা বাড়ানোর বিরোধিতায় এসইউসিআই(সি)

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের মন্ত্রী বিধায়কদের ভাতা বাড়ানোর তীব্র বিরোধিতা করল এসইউসিআই(সি)।দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য্য বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন, “যখন জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যের ফলে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত, সাধারণ মানুষের প্রকৃত উপার্জন কমছে, সরকার নিজেই বারবার অর্থ সংকটের কথা বলছে ও সেই অজুহাতে সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দিতে অস্বীকার করছে, বহু শূন্য পদে নিয়োগ স্থগিত রয়েছে তখন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা ও বিধায়কদের মাসিক বেতন চল্লিশ হাজার টাকা বৃদ্ধি করে ১২১০০০ টাকা থেকে ১৫০০০০ টাকায় পৌঁছে দেওয়া কোন জনস্বার্থের প্রতিফলন তা আমাদের বোধগম্য নয়। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অবিলম্বে এই ঘোষণা প্রত্যাহার করার দাবি করছি।”

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেস ক্লাব, কলকাতার আটক সাংবাদিকের মুক্তির দাবিকলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গাপুরে কর্তব্যরত সাংবাদিক দেবমাল্য বাগচির গ্রেফতারের বিষয় প্রেস ক্লাব, কলকাতা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে পুলিশ ও প্রশাসনের ইতিবাচক হস্তক্ষেপের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।বৃহস্পতিবার বিধানসভার অধিবেশনের শেষে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে কর্তব্যরত বহু সাংবাদিকের উপস্থিতিতে প্রেস ক্লাব, কলকাতার সভাপতি স্নেহাশিস সুর ও সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওই সাংবাদিকের মুক্তি দাবি করেন। ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পুলিশের কাছে স্থানীয় জনজাতির পক্ষ থেকে করা হয়েছে তা আদালতের বিচারাধীন। পাশাপাশি এও দেখতে হবে সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের অধিকার যেন সুরক্ষিত থাকে।মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বলেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। পরে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসন বিষয়টি সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখবে।

বারুইপুরে জেলা শাসকের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত আধিকারিকদের নিয়ে শুরু হলো একদিনের কর্মশালা

বারুইপুর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সবে মাত্র শেষ হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন। বিশেষত পঞ্চায়েত স্তরে উঠে এসেছে প্রচুর নতুন মুখ। আগামী পাঁচ বছর দক্ষতার সাথে পঞ্চায়েত চালানোর লক্ষ্যে একদিনের পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি, সহকারী সভাপতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধানদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে।

বৃহস্পতিবার দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এদিন মূলত বারুইপুর ও ক্যানিং মহকুমার প্রতিনিধিদের ডাকা হয়েছিল কর্মশালায়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, অতিরিক্ত জেলা শাসক অদিতি চৌধুরী, সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল, সহকারি সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালি সহ ক্যানিং ও বারুইপুর মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা। পঞ্চায়েত এর কাজে গতি আনার নির্দেশ দেওয়া হয় এই কর্মশালায়, আনন্দধারা সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের কাজ কীভাবে করতে হবে তা বুঝিয়ে দেওয়া হয় এদিনের কর্মশালা থেকে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার ভোরে সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে সাব্রুম যুবশক্তি ক্লাবের সামনে স্কুটি সহ দুই জনকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে পথ চলতি সাধারন মানুষজন দমকল কর্মীদের খবর দেন। দমকল কর্মীরা তাদেরকে উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজবি দে-কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় আহত অনুপম দত্ত-র অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। সাব্রুম থানার এক পুলিশ অফিসার জানান মৃত সহকারী ব্যাঙ্ক ম্যানেজার রাজীব দে-র বাড়ি আগরতলার যোগেন্দ্রনগর এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় মৃতের পরিবার পরিজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।

বোর্ডের অনুমোদন

● প্রথম পাতার পর

আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলা চলাকালীন অবস্থাতে, উভয়পক্ষ মিলে একটি নিষ্ফলা স্পেশাল লিভ পিটিশন, মহামান্য জে কে মহেশ্বরী ও মহামান্য কে ভি বিশ্বনাথন বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের খন্ডপীঠে দাখিল করেছেন। সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টের খন্ডপীঠ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন। তাই উচ্চ আদালতে রায়ের অভিনন্দন জানায় ত্রিপুরা জুটমিল যৌথ আন্দোলন কমিটি। তাতে, জুটমিল শ্রমিক-কর্মচারীদের বঞ্চিত করার বদ-উদ্দেশ্য আপামর মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়েছে এবং মুখে চুনকালী পড়েছে। কালবিলম্ব না করে জোট মিল কর্মচারীদের প্রাপ্ত অধিকার কার্যকরী করার জন্য জুটমিল কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক খ্যাতি নিয়ে হতাশ চিন: বিজয় ক্রান্তি

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন না চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। চিনের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী লি চিয়াং সম্মেলনে অংশ নেবেন। এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত, চিনের প্রেসিডেন্ট ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সুনাম নিয়ে হতাশ। এ কারণে তিনি ভারতে আসছেন না।চিন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এবং সেন্টার ফর হিমালয়ান এশিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড এনগেজমেন্টের সভাপতি বিজয় ক্রান্তি বৃহস্পতিবার “হিন্দুস্থান সমাচার” এর সাথে এক আলাপচারিতায় বলেছেন, বিশ্বস্তরে ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসযোগ্যতা হজম হচ্ছে না। চিনা প্রেসিডেন্ট দ্বারা.. ভারত-আমেরিকার সম্পর্কের গভীরতাও তিনি পছন্দ করছেন না।ক্রান্তি বলেছেন, জি-২০-এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবও শি জিনপিংয়ের সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করতে পারে কারণ চিন এখনও ঋণের দুষ্টচক্রে আটকে রেখে এই দেশগুলির অনেকের উপর শক্ত অবস্থান বজায় রেখেছিল। যাই হোক, চিনের প্রেসিডেন্টের বিশ্বাসযোগ্যতা দেশের ভেতরে-বাইরে ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। করোনার পর জিনপিংকে নিয়ে চিনের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। কারণ করোনার সময় সেখানকার মানুষকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। অন্যদিকে চিনের ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টিতেও (সিপিসি) জিনপিংকে নিয়ে অসন্তোষ রয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার বিদেশ সফর কমিয়ে দিচ্ছেন। তিনি চিনা সেনাবাহিনীর দ্বারাও হুমকি বোধ করেন। তার ভয় এই যে তার বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ শুরু হতে পারে।ক্রান্তি বলেন, এ বছর তিনি একটি সম্মেলনে যোগ দিতে মাত্র দুবার বাইরে গিয়েছিলেন। জিনপিং এ বছর রাশিয়া সফর করেন এবং ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে গত মাসে দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ আফ্রিকা যান। তিনি আসিয়ান সম্মেলনে যাননি, অথচ এই প্ল্যাটফর্মে চিনের বড় ধরনের হস্তক্ষেপ ছিল। তিনি জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। এ থেকে স্পষ্ট যে জিনপিং দেশীয় ও বৈশ্বিক মঞ্চে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। দলে এবং বৈশ্বিক পর্যায়েও তার দখল দুর্বল হচ্ছে। এ কারণে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।উল্লেখ্য, ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে জি-২০ দেশগুলির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের ২০টি শক্তিশালী দেশের নেতারা এই বৈঠকে অংশ নেবেন। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না।

জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর কাঠামো পুজো

জলপাইগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নন্দোৎসব ও কাদা খেলার মাধ্যমে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গা পুজোর কাঠামো পুজো হল। বৃহস্পতিবার প্রাচীন রাজ পরিবারের ঐতিহ্য মেনে কাঠামো পুজো করলেন রাজ পরিবারের সদস্যা লিণ্ডা বসু ও কূল পুরোহিত শিবু ঘোষাল।এবছর জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজ পরিবারের দুর্গা পুজো ৫১৪ বছরে। এদিন জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দুর্গা মন্দিরে দুর্গা পুজোর কাঠামো পুজো করেন রাজ পরিবারের কুল পুরোহিত শিবু ঘোষাল। উপস্থিত ছিলেন রাজ পরিবারের সদস্য সৌম্য বসু, লিন্ডা বসু। স্থানীয় কিশোররা জন্মাষ্টমীতে কাদাখেলায় মাতেন। পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজ বাড়ির দুর্গা পুজো অতি প্রাচীন। ৫১৪ বছরের পুজো। ৬ সেপ্টেম্বর রাতে শ্রীকৃষ্ণের পুজো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীকৃষ্ণের পুজো হওয়ার পরে আমাদের কাঠামো পুজো হয়েছে। তারপরেই কাদা খেলা। কৃষ্ণের জন্মের পরের দিন নন্দোৎসবের দিন থেকে রাজ আমল থেকেই কাঠামো পুজো হয়ে আসছে। স্থানীয় লোকেরা কাদা খেলে। এই মাটিটা রেখে দেব। যেদিন মায়ের প্রথম মাটি লাগানো হবে এই মাটি লাগানো হবে। এটা আমরা রেখে দেব। কালিকা পুরাণ মতে পুজো হয়।

অন্ডালে আত্মঘাতী খনিশ্রমিক কোলিয়ারী বন্ধ করে বিক্ষোভ পরিবারের

দুর্গাপুর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): খনিশ্রমিকের আত্মহত্যার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল। কোলিয়ারির কয়লা উৎপাদন বন্ধ করে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ পরিবারের। সাসপেন্ডের হুমকি দেওয়ার মানসিক চাপে আত্মহত্যা বলে অভিযোগ পরিবারের। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল পান্ডবেশ্বরের ছোড়া কোলিয়ারীতে।পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম উজ্জ্বল পাত্র (৫৫)। বৃহস্পতিবার দুপুরে অন্ডালের ছোড়া গ্রামে নিজের খামার বাড়িতে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত উজ্জ্বল পাত্র ইসিএল এর কেন্দ্রা এরিয়ার ছোড়া ৭/৯ কোলিয়ারির কর্মী ছিলেন।এদিন মৃতদেহটি নিয়ে কোলিয়ারিতে পৌছায় মৃত উজ্জল পাত্রের পরিবারের সদস্য ও গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ। কোলিয়ারির ডুলির সামনে মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ শুরু করে পরিবারের লোকজন। মৃতের ছেলে মুন্না পাত্র জানান’ বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ ও এক শ্রমিক সংগঠনের এক শ্রমিক নেতা। তারা বেশ কিছুদিন ধরে বাবার ওপর মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছিল। অকারণে বাবাকে সাসপেন্ড করার হুমকি দিচ্ছিল তারা। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে বাবা আত্মহত্যা করেছে।’ মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে যায় কোলিয়ারির উৎপাদন। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার বনবাহাল ফাঁড়ির পুলিশ। মৃত উজ্জ্বল পাত্রের এক নিকট আত্মীয়র চাকরি সহ আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা। সন্ধ্যে সাতটায় শেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে বিক্ষোভ চলছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে খনি কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জমি সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়ে মমতাকে চিঠি অশ্বিনী বৈষ্ণবের

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জমি সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠালেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রাজ্যের রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ জমি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে থমকে রয়েছে বলে চিঠিতে লিখেছেন রেলমন্ত্রী। বৃহস্পতিবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।চিঠিতে তিনি লিখেছেন, দেশের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নের জন্য কেন্দ্র রেলের সম্প্রসারনের দিকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রেলের মোট ৫০ হাজার ৯১৫ কোটি টাকার প্রজেক্ট রয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে তার জন্য ১১ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু বাংলায় রেলের বেশিরভাগ প্রজেক্টের কাজই জমি না পাওয়ার কারণে এগনো যাচ্ছে না।বাংলায় রেলের কোন কোন প্রজেক্টের কাজ থমকে রয়েছে, তারও একটি তালিকাও চিঠির সঙ্গে পাঠিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সব মিলিয়ে রেলের মোট ৬১ টি প্রকল্পের কাজ জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যার কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন তিনি। এর মধ্যে বেশ কিছু জায়গায় রেল জমি অধিগ্রহণের জন্য উদ্যোগী হলেও, সফল হয়নি। এমন অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাতে রেলের প্রকল্পের জন্য জমি-জট কাটাতে সদর্থক ভূমিকা নেয়, সেই কথাও চিঠিতে লিখেছেন তিনি। অশ্বিনী বৈষ্ণব চিঠিতে এও লিখেছেন, চলতি বছরে যে পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, তা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ বরাদ্দ।

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস, স্বীকৃতি দিয়েছেন সাংবিধানিক প্রধান, দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ দিবস ২০ জুন দিনটি সাংবিধানিক প্রধানের দ্বারাও স্বীকৃত। বৃহস্পতিবার ১ বৈশাখের বাংলা দিবসের বিরোধিতা করে রাজভবনে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে বেড়িয়ে এমনই দাবি করেন বিধানসভার বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যপাল জানিয়েছেন, দেশের রাষ্ট্রপতি ২০ জুনের শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট করেছিলেন। ফলে এখানে আর কোনও তর্ক বিতর্কের অবকাশই নেই।

বৃহস্পতিবার বাংলা দিবস হিসাবে ১ বৈশাখের সমর্থনেই প্রস্তাব পাশ হয় রাজ্য বিধানসভায়। এদিকে বিজেপিও ২০ জুন নিয়ে অনড়। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে রাজভবনে একটি স্মারকলিপি দেয় বিজেপির পরিষদীয় দল। সেখান থেকে বেরিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, টেলিভিশনে এদিন বিধানসভার বক্তব্য রাজ্যপাল শুনেছেন। বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের প্রশংসাও করেছেন। এদিন ৬০-এর বেশি বিজেপি বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজভবন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “রাজ্যপাল বলেছেন, দেশের সাংবিধানিক প্রধান দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর ভেরিফায়েড টুইটার হ্যান্ডেল (বর্তমানে এক্স হ্যান্ডেল) থেকে ২০ জুনকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গের লোককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমাদের কারও ক্ষমতা নেই দেশের রাষ্ট্রপতিকে অপমান করার। সুতরাং বিষয়টা এখানেই শেষ। দ্বিতীয়ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে বিভিন্ন রাজভবনে যে ক্যালেন্ডার এসেছে তাতে ২০ জুন ১৯৪৭ আছে। সুতরাং ম্যাটার ক্লোজড। এটাকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই।”

এদিন বিধানসভা অধিবেশনে বাংলা দিবস হিসাবে ১ বৈশাখের প্রস্তাব উঠতেই শুরু হয় তরজা। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস প্রমাণিত সত্য। কোনও রেজোলিউশন নিয়ে তা বদল করা সম্ভব নয়।” এ প্রসঙ্গে শুভেন্দু তুলে আনেন বঙ্গ নাম প্রসঙ্গও। যা শুনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, “কাল যখন ক্ষমতা থেকে উল্টোবেন তখন আমরা এটাকে করে দেবো।”

এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “শুধু একসঙ্গে লোকসভা বিধানসভার ভোটটা হতে দিন। ২৬ অবধি যেতে হবে না। ২৪-এই ওপাং ওপাং ঝপাং। আমরা সবাই ড্যাং ড্যাং।’’একধাক্কায় মন্ত্রী-বিধায়কদের মাসিক বেতন বাড়ল ৪০ হাজার টাকা। মন্ত্রীদের মাসিক বেতন বেড়ে হল ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। আর বিধায়কদের মাসিক বেতন বেড়ে হল ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। বিধানসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যে ঘোষণা করেছেন। এই বর্ধিত বেতন গ্রহণ করতে রাজি নন বিজেপি বিধায়করা। বৃহস্পতিবার রাজভবনে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানান, ”বাড়তি ভাতা আমরা চাই না।” এদিন বিরোধী দলনেতার বার্তা, যাঁদের প্রাপ্য সমকাজে সমবেতন, তাঁরা পাক টাকা। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ” মন্ত্রী-বিধায়কদের ভাতাবৃদ্ধি সমর্থন করি না আমরা। আশাকর্মী, আইসিডিএস কর্মী, ভিলেজ রিসোর্স পার্সন, ভিলেজ পুলিশ, সিভিক ভলান্টিয়ার, চুক্তিভিত্তিক কর্মী থেকে ভোকেশনাল টিচার, আমরা চাই এদের সবার সমকাজে সমবেতন ঘোষণা করুক মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের ভাতা বৃদ্ধি চাই না।” রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ বৃদ্ধি নিয়েও এর আগে একাধিকবার মুখ খুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী

পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে ঢাকা থেকে ভাঙ্গায় ট্রেন, লাগলো ১৩০ মিনিট

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বও (হি.স.) : স্বপ্নের পদ্মা সেতু হয়ে প্রথমবারের মতো ঢাকা থেকে ভাঙ্গায় এসে পৌঁছেছে ‘ট্রায়াল’ ট্রেন। বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টা ১৭ মিনিটে ট্রেনটি ভাঙ্গা স্টেশনে পৌঁছায়। এর আগে সকাল ১০টা ৭ মিনিটে ঢাকা থেকে ছাড়ে ট্রেনটি। বেলা ১১টা ২০ মিনিটে মুন্সীগঞ্জের মাওয়া স্টেশনে পৌঁছায়। এরপরই ওঠে পদ্মা সেতুতে। সব মিলিয়ে আজ ৮২ কিলোমিটার রেলপথ পাড়ি দিতে ট্রেনটির লাগলো ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট (১৩০ মিনিট)। পরীক্ষামূলক বলেই সময় বেশি লেগেছে। পুরোদমে চালু হলে আরও কম সময়ে এই দূরত্ব পাড়ি দেবে।আগামী ১০ অক্টোবর ঢাকা-ভাঙ্গা রুটে ট্রেন চলাচল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার মানুষের বহুল কাঙ্ক্ষিত ট্রেনে করে রাজধানীতে আসা-যাওয়া করতে পারবেন। পরীক্ষামূলক ট্রেন যাত্রা শুরু আগে রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, পরীক্ষামূলকভাবে দেশের সবচেয়ে বড় মেগা প্রকল্প পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে শুরু হচ্ছে রেল যোগাযোগ। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য এই রেল যোগাযোগ যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। ঢাকা-ভাঙ্গা রেল যোগাযোগ উদ্বোধনের পরে যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসবে। এর সুফল সারা দেশের মানুষ পাবে।পরীক্ষামূলক এই ট্রেনে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানসহ জনপ্রতিনিধি, সরকারের ঊর্ধতন কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এবং গণমাধ্যমকর্মীরা ছিলেন। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত প্রায় ১৭২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে। এর প্রথম অংশ ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত প্রায় ৮২ কিলোমিটারের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

আমবাসায় নকআউট ফুটবল শেষ চারে নাইট এঙ্গেল পাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। সেমিফাইনালে উঠলো নাইট এঙ্গেল পাড়া। পরাজিত করলো সাংমা পাড়াকে। মহকুমা ফুটবল সংস্থা আয়োজিত প্রাইজমানি সোনালী ট্রফি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতায়। কুলাই স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। বৃহস্পতিবার কোয়ার্টার ফাইনালের তীব্রুত্তেজনাপূর্ণ প্রথম ম্যাচে নাইট এঙ্গিল পাড়া নূণ্যতম গোলে জয়লাভ করে। প্রথমার্ধ গোল শূণ্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধেও দুই দল আক্রমাত্তক ফুটবল খেলতে থাকে।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
রামকৃষ্ণ	৩	৩	০	০	৯-২	৯
এগিয়ে চলো	৩	৩	০	০	৭-০	৯
ফরোয়ার্ড	৩	২	১	০	৬-৩	৭
ত্রিবেণী সংঘ	৪	২	১	১	৫-৫	৭
লালবাহাদুর	৩	২	০	১	৯-১	৬
জুয়েলস	৪	১	০	৩	৯-১০	৩
টাউন ক্লাব	৪	১	০	৩	৫-৯	৩
বীরেন্দ্র ক্লাব	৪	১	০	৩	৫-১৪	৩
ফ্রেন্ডস ইউ:	৪	০	০	৪	৬-১৭	০

ফুটবলপ্রেমীরা যখন ভেবেনিয়েছিলেন ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়াবে, তখনই গোল পেয়ে যায় নাইন এঙ্গেল পাড়া। গোলটি করেন ছাইয়া। খেলা পরিচালনা করেন বিপ্লব সিনহা। ম্যাচের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের ছাইয়া। আজ দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে কুলাই স্পোর্টস আকাদেমি খেলবে খাসরাং ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত: আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ১ লাখ এবং ৫০ হাজার টাকা।

লীগ ফুটবলে দশে খেলে টানা জয়ে হ্যাটট্রিক এগিয়ে চলো সংঘের

এগিয়ে চলো সংঘ: ৩ বীরেন্দ্র ক্লাব: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। প্রথমত দশজনে খেলা। পুরো অর্ধেক সময়। তারপরও প্রতিপক্ষকে সম্মানজনক গোল ব্যবধানে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেওয়া। এই বিষয়গুলোতে অনেকটা ধাতস্থ হয়ে উঠছে দ্বি-মুকুটের প্রত্যাশী দল এগিয়ে চলো সংঘ। মাঠে লাল কার্ড দেখে কোনও ফুটবলার মাঠ থেকে বেরিয়ে আসলে দশজনে খেলা, সবই ফুটবলের অঙ্গ। তবে ফুটবলার যখন খেলায় অতি অসদাচরনের দায়ে রেফারি কর্তৃক লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন দর্শক গ্যালারি থেকে করতালি বিশেষ করে ভিআইপি গ্যালারি থেকে এ ধরনের হর্ষোল্লাশ অন্য ইঙ্গিতের বার্তাবহ। তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে যথাসময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রেফারির উদ্দেশ্যে এই বাহবা বা করতালি। তবুও বিষয়টা দৃষ্টিনন্দন ঠেকে না, অন্ততপক্ষে ভিআইপি গ্যালারি থেকে। বিষয়টা সম্পর্কে আরো একটু সচেতন না হলে ভবিষ্যতে তা অন্য মাত্রা বয়ে আনতে পারে বলে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের ধারণা। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ১৬তম ম্যাচে আজ এগিয়ে চলো ৩-০ গোলের ব্যবধানে বীরেন্দ্র ক্লাবকে পরাজিত করে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। এগিয়ে চলো সংঘ টানা তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে জয়ের হ্যাটট্রিক এবং নয় পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে রামকৃষ্ণ ক্লাবের সঙ্গে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে। গোল ব্যবধানের নিরিখে অবশ্য রামকৃষ্ণ ক্লাব-ই শির্ষে রয়েছে। বিজয়ী দল আজ খেলার প্রথমার্ধে এক-শূন্য গোলে এগিয়েছিল। ৩৩ মিনিটের মাথায় রাজীব সাধন জমাতিয়ার গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে ১০জনে খেলে খেলার ৬৫ ও ৮৫ মিনিটের মাথায় রাংকান রাভা ও আসিফ আলী মোল্লার পরপর দুই গোলে, গোল ব্যবধান ৩-০ হয়। বীরেন্দ্র ক্লাবের খেলোয়াররা একাধিকবার গোল পরিশোধের লক্ষ্যে আক্রমণ মুখী হলেও কার্যত গোলের সন্ধান পায়নি। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে বিজয়ী দলের আফজাল আনসারীকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বের করে দেয়া হয়। এদিকে বীরেন্দ্র ক্লাবেরও চারজনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় , আদিত্য দেববর্মা, অরিন্দম মজুমদার ও তপন কুমার দেবনাথ। দিনের খেলা: ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম ত্রিবেণী সংঘ। বিকেল সাড়ে তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

মুস্তাক আলী ক্রিকেটের সম্ভাব্য রাজ্যদল প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে জয়পুর যাচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। জয়পুর যাচ্ছে ত্রিপুরা দল। প্রস্তুতি ক্যাম্প এবং প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে। বিসিসিআই আয়োজিত আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট ২০২০-২৪ এর জন্য ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ২৮ সদস্য বিশিষ্ট সম্ভাব্য রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে। প্রস্তুতি ক্যাম্প এবং প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলার জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট সম্ভাব্য রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন। সিনিয়র পুরুষ বিভাগে সম্ভাব্য রাজ্য দলটি হল: বিক্রম কুমার দাস, রজত দে, শংকর পাল, অজয় সরকার, অভিজিৎ সরকার, অর্কপ্রভ সিনহা, বিক্রম দেবনাথ, কৌশল আচার্য, নিরুপম সেন, নিরুপম সেন চৌধুরী, বাবুল দে, পল্লব দাস, অমিত আলী, সঞ্জয় মজুমদার, চিরঞ্জিত পাল, ভিকি সাহা, শুভম ঘোষ, উদিয়ান বোস, অরিন্দম বর্মন, জয়দীপ দেব, দানবীর সিং, পারভেজ সুলতা, রিতায়ন দে, শাহরুখ হোসেন, লক্ষণ পাল, ঋদ্ধিমান সাহা, সুদীপ চ্যাটার্জী ও মনি শংকর মুরাসিং।

উল্লেখ্য শেষ তিনজন অর্থাৎ ঋদ্ধিমান, সুদীপ ও মনি শংকর তাদের সুবিধা অনুযায়ী শিবিরে যোগদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছেন কোচ বিনীত সাক্সেনা ও বিনীত জৈন। অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ কিশোর মুহুরী ও ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, ফিজিও রবীন্দ্র কুমার, ট্রেইনার পূর্ণেন্দু জানা, থ্রোয়ার জয়ন্ত দেবনাথ। বাছাইকৃত প্রত্যেককে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ছয়টায় ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সদর কার্যালয়ে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

মহিলা অনূর্ধ ২৩ সম্ভাব্য রাজ্যদলও প্রস্তুতির জন্য মহারাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার আরও একটি সম্ভাব্য রাজ্য দল মহারাষ্ট্র যাচ্ছে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে। বিসিসিআই আয়োজিত আসন্ন জাতীয় মহিলা অনূর্ধ ২৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২০-২৪ এর জন্য ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে বলা যেতে পারে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ১৬ সদস্যা বিশিষ্ট সম্ভাব্য রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে। স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়েছে আরও পাঁচজনকে। প্রস্তুতি ক্যাম্প এবং প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলার জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে সম্ভাব্য রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন। অনূর্ধ ২৩ মহিলা বিভাগে সম্ভাব্য রাজ্য দলটি হল: অন্বেষা দাস, প্রিয়াঙ্কা সাহা, তনুশ্রী সাহা, মমিতা দেব, নিকিতা সরকার, প্রিয়া সূত্রধর, অন্তরা দাস, মেঘা সরকার, দেবযানী দেব, শিল্পী দেবনাথ, পূজা দাস, সেবিকা দাস, দেবাদ্রিতা দেব, অনামিকা দাস, প্রিয়া ত্রিপুরা, পূজা পাল। স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রয়েছেন রুমা দাস, নিবেদিতা দাস, প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া, জুয়েল ভাওয়াল, হিরামনি গৌড়। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছেন চীফ কোচ সন্দীপ দাহাদ, কোচ রুমা দাস ও দেবব্রত চৌধুরী, স্ট্রেন্থ এন্ডকন্ডিশনিং কোচহর্ষিতা কৃষ্ণমূর্তি, ফিজিও পাপিয়া দেবনাথ, লোকেল ম্যানেজার অনামিকা দেবনাথ। বাছাইকৃত প্রত্যেককে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টায় ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সদর কার্যালয়ে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

মহিলা সিনিয়র ক্রিকেটে সম্ভাব্য রাজ্যদল প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে মহারাষ্ট্র যাচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। মহারাষ্ট্র যাচ্ছে ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দল। প্রস্তুতি ক্যাম্প এবং প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে।

বিসিসিআই আয়োজিত আসন্ন জাতীয় মহিলা সিনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২০-২৪ এর জন্য ত্রিপুরা দলের প্রস্তুতি এখন জোর কদমে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ১৭ সদস্যা বিশিষ্ট সম্ভাব্য রাজ্য দল গঠন করা হয়েছে। প্রস্তুতি ক্যাম্প এবং প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলার জন্য ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ইনচার্জ জয়ন্ত দে এক প্রেস বিবৃতিতে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট সম্ভাব্য রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন।

সিনিয়র মহিলা বিভাগে সম্ভাব্য রাজ্য দলটি হল: অন্নপূর্ণা দাস, মৌচৈতি দেবনাথ, প্রিয়াঙ্কা আচার্য, রিজু সাহা, নিকিতা দেবনাথ, মামন রবিদাস, মৌটুসী দে, সুইটি সিনহা, ইন্দ্র রানী জমাতিয়া, শিউলি চক্রবর্তী, অম্বিকা দেবনাথ, রুম্পা সিং, হেনা হটচান্দিনী, রেশমা নায়েক, সুরভী রায়, সুপ্রিয়া দাস ও সুলক্ষণা রায়।

সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে রয়েছেন চীফ কোচ সন্দীপ দাহাদ, কোচ রুমা দাস, স্ট্রেন্থ এন্ড কন্ডিশনিং কোচ হর্ষিতা কৃষ্ণমূর্তি, ফিজিও হিরালী দেববর্মা , লোকেল ম্যানেজার অনামিকা দেবনাথ।

বাছাইকৃত প্রত্যেককে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টায় ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সদর কার্যালয়ে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

ক্রিকেটের দল বদলে ব্যাপক সাড়া চিরঞ্জীৎ সই করলেন সংহতি ক্লাবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। দল ছাড়লেন বাঁহাতি স্পিনার চিরঞ্জীৎ পাল। স্ফুলিঙ্গ ছেড়ে যোগ দিলেন সংহতি ক্লাবে।

বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনে অংশ নিলেন ১১ জন ক্রিকেটার। তিন দিনে মোট ৩৬ জন ক্রিকেটার টোকেন তুললেন। এদিন সংহতি ক্লাবে খেলার জন্য চিরঞ্জীৎ ছাড়া সই করলেন পোলস্টারের অরিন্দম বর্মন। যতটুকু খবর, শঙ্কর পাল এবং দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য-এ সংহতিতে সই করতে পারেন। হার্ভে ক্লাবে খেলার জন্য সই করেন ও পি সি-র সাহিল সুলতান, বি সি সি-র রিয়াজ উদ্দিন, রাজদীপ দত্ত এবং ব্লাডমাউথের স্বরব সাহানি। বি সি সি -তে সই করেন ইউ বি এস টি-র শায়ন সাহা, ব্লাডমাউথের সম্রাট বিশ্বাস এবং মৌচাকের করণ দে। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবে সই করেন ও পি সি-র দুর্লব রায়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 8 September 2023, Friday আগরতলা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং, ■ ২১ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বীর বিক্রমের জন্মতিথি উদযাপন করল এমবিবি কলেজ অ্যালামনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৫ তম জন্মতিথি উদযাপন করেছে এমবিবি কলেজ অ্যালামনি এসোসিয়েশন। এদিন কলেজ প্রাঙ্গণে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের আবক্ষ মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন সাংসদ রেবতী মোহন ত্রিপুরা, পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। পরবর্তীতে রবীন্দ্র হলে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, দেশব্যাপী এমবিবি কলেজের সুনাম রয়েছে।এই কলেজ থেকে পড়াশোনা করে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীদের প্রধান দায়িত্ব মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করা।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এখন দেখা যাচ্ছে রাজ্যের বহু ছাত্র ছাত্রী নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছেন। নেশায় আসক্ত হয়ে জীবন ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের কাছে বিপথে চালিত না হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

রাজবাড়িতে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও জন্মাষ্টমীর দিনে কাঠাম খিলির মাধ্যমে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি শুরু হলো আগরতলার দুর্গা বাড়িতে। রাজন্য আমল থেকেই কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর দিনে আগরতলা দুর্গা বাড়িতে বিশেষ পূজার মাধ্যমে দুর্গাপূজার কাঠাম খিলি দেওয়া হয়। চলে বিশেষ পূজার্চনা এবং বলি প্রদান। আজ থেকে শুরু হবে মহামায়ার মূর্তি গড়ার কাজ। দুর্গাবাড়ির প্রধান পুরোহিত জানিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি এবং মহামায়ার জন্ম তিথি এক। এই তিথিতেই মহামায়ার আবির্ভাব। আর এদিন কাঠাম খিলির মাধ্যমেই এক প্রকার শারদীয়ার প্রস্তুতি শুরু হয় গেল আগরতলার রাজবাড়িতে।

ভারত জোড়ো যাত্রার বর্ষপূর্তিতে রাজপথে পদযাত্রা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ভারত জোড়ো কর্মসূচির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে এক পদযাত্রা সংগঠিত করা হয়। রাজ্যের ৯ টি সাংগঠনিক জেলায় এদিন এই কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে শুরু হয় এই পদযাত্রা। পদযাত্রায় আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কংগ্রেস ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। পদযাত্রা শেষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মূলত কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের জন্য দেশজুড়ে বেরোজগারি, দুর্নীতি, বিভাজন, ষড়যন্ত্র, মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে যে ভারত জড়ো যাত্রা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে দেশে হয়েছিল তার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে জেলাভিত্তিক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়।মিছিলের অগ্রভাগে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা জারিতা লাইফ্রাং সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, কংগ্রেসের ভারত জড়ো যাত্রার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়ে। ২০২২ সালে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে প্রায় সাড়ে চার হাজার পথ অতিক্রম করে কন্যাকুমারীতে গিয়ে শেষ হয়েছিল কংগ্রেসের ভারত জড়ো কর্মসূচি। আজকে এই কর্মসূচি থেকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, বিভাজন, ষড়যন্ত্র এবং মূল্যবৃদ্ধির কারণে জনগণের যে নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম, তা গোটা দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করতে এই কর্মসূচি বলে জানান তিনি।

শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ সেপ্টেম্বর।। ৬২ তম শিক্ষক দিবস তথা ভারতের রাষ্ট্রপতি দার্শনিক ও শিক্ষক সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণণনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে উদয়পুর মহকুমা সরকারী কর্মচারী সংগঠন- ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ এবং ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষক সংঘ উদয়পুর মহকুমায় গত এক বছরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থ, পরিকল্পনা, সমন্বয় ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী তথা ৩১ রাধাকিশোরপুর বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রনজিৎ সিংহ রায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়, আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাকড়াবন শালগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন মজুমদার, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিতছিলেন উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার ও বি এম এস গোমতী জেলা সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক গৌতম দাস, সরকারী কর্মচারী সংঘের উদয়পুর বিভাগের সম্পাদক দিগ্বীজয় ভাওয়াল। সরকারী কর্মচারী সংঘের উদয়পুর মহকুমা সভাপতি তপন মজুমদার। স্বাগত ভাষণ রাখেন সরকারী কর্মচারী সংঘের উদয়পুর মহকুমা সম্পাদক দিগ্বীজয় ভাওয়াল। শিক্ষক দিবসে মহকুমা গত সেপ্টেম্বর ২০২২থেকে এই বছর ৩১আগস্ট পর্যন্ত মোট ১০৪ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে শিক্ষক দিবসের সম্মাননা স্মারক, ব্যাচ, উত্তরীয়, গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করা,উপহার স্বরূপ উপন্যাস ব ইত্যাদি দেওয়া হয়। শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন সকল সম্মানিত অতিথিদেরসাথে রাজ্যের অর্থ, পরিকল্পনা, সমন্বয় ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। সভায় সকলেই শিক্ষক দিবস সম্পর্কে গুরত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিলো গত বারের তুলনায় কম। অনেক কর্মচারীকে মন্তব্য করতে শোনা যায় রাজ্য নেতৃত্বের গাফিলতেতে ভি ভি এম (বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ)নামক একটি সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তাগন কর্মচারীদের সমান্তরাল একটি সংগঠন রাজ্যে কাজ করছে। তাই দোটানায় পরে কর্মচারীরা দিশেহারা- কোন দিকে যাবেন,শ্যাম রাখি না কুল রাখি এই অবস্থা কর্মচারীদের। মন্ত্রী ও বিধায়কের গলাতেও নগন্য উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।বিজেপি দলের রাজ্য নেতৃত্বরা জেনেও নাকে তেল দিয়ে ঘোমাচ্ছন বলেও বলতে শোনা যায়। বিভাজনের ফলে সমান্তরাল সংগঠন কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করছে বলেও কর্মচারীরা মত প্রকাশ করেন। এখন দেখার বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব এই বিভাজনের, রাজনীতি বন্ধে কতটা সচেষ্ট হন।

চুরি যাওয়া স্কুটি সহ আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজারে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি চুরি যাওয়া স্কুটি সহ এক যুবককে আটক করলো স্থানিয়রা। ঘটনার বিবরনে জানা যায় বুধবার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত নগদা এলাকায় কাজ করাতে যান সুভাষ কলোনী এলাকার বাসিন্দা সঞ্জীব দে।কাজের জায়গায় যাওয়ার পর তিনি রাস্তার পাশে নিজের স্কুটিটি রেখে কাজে ফলে যান। তিনি ফিরে এসে দেখতে পান তার স্কুটিটি নেই। সাথে সাথে তিনি শান্তিরবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অবশেষে বুধবার রাতে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় স্থানিয়রা স্কুটিটি নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখে এক যুবককে। সন্দেহ হওয়ায় এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে স্কুটি সহ এই যুবককে আটক করে। পরবর্তী সময় খবর দেওয়া হয় শান্তিরবাজার থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে স্কুটি সহ চোর সন্দেহে ধৃত যুবককে থানায় নিয়ে যায়। জানা যায় ধৃত যুবকের বাড়ি কলসীর মুখের কালমা এলাকায়। ধৃত যুবকের নাম উমাংচা মগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিনা মূল্যে ধোঁয়া পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। ৫৬তম ইঞ্জিনিয়ার দিবসে সচেতনতা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে যানবাহনের জন্য বিনামূল্যে ধোঁয়া পরীক্ষা শিবির আয়োজন করেছে অল ত্রিপুরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এদিন মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, অল ত্রিপুরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। মূলত যানবাহনের কারণে পরিবেশ কতটা দূষিত হচ্ছে তার জন্য বিনামূল্যে ধোঁয়া পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন মেয়র জনগণের কাছে সার্বিক ভাবে শহরকে সুন্দর ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

নৌকা বাইচ খেলায় মারামারি, জখম ১২

ক্যানিং,৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : নৌকা বাইচ খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া এলাকায়। ঘটনায় উভয়পক্ষের অন্তত বারোজন জখম হয়েছেন। আহতদের মধ্যে আফতাবউদ্দিন মোল্লা নামে একজন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যও রয়েছেন। সকলকেই উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ক্যানিংয়ের ঠাকরান খালে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও স্থানীয় মানুষদের নিয়ে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার ছিল সেই খেলার ফাইনাল। ফাইনালে পাশাপাশি দুটি গ্রাম ভলেয়া ও গোবরামারির নৌকা অংশগ্রহণ করে। দুবার নৌকা বাইচ হলে দু পক্ষই একবার করে জেতে। অভিযোগ গোবরামারির লোকেরা দাবি করে তাঁরাই দুবার জিতেছে। এই নিয়েই দুপক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা পরে মারামারি শুরু হয়ে যায়। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বুধবার গভীর রাতে পশ্চিম থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে নেশা সামগ্রী উদ্ধার।

রাজভবনের সামনে অবস্থান

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য হুঁশিয়ারির পর তিন দিন না কাটতেই তৃণমূল রাজভবনের সামনে অবস্থান- বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হল। রাজ্যের 'এডুকেশনিস্ট ফোরাম'-এর পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার দুই সদ্য প্রাক্তন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র ও দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা জানিয়েছেন।বৃহস্পতিবার এক লিখিত বিবৃতিতে তাঁরা জানিয়েছেন, শুক্রবার বেলা ১১টায় নর্থ গেটের সামনে ওই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে প্ল্যাকার্ড হাতে কিছু শিক্ষাবিদ, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংপৃক্ত মানুষজন থাকবেন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যপাল যেভাবে রাজ্যের উচ্চশিক্ষায় ঘোঁট পাকাতে চাইছেন, বিধানসভায় উচ্চশিক্ষা নিয়ে গৃহিত বিলে সম্মতি দিচ্ছেন না, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা ও প্রশাসন নিয়ে যে সম্পূর্ণ মিথ্যে দাবি করতে চাইছেন, তার প্রতিবাদ জানাতেএই সমাবেশ। প্রসঙ্গত, অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের 'স্বেচ্ছাচারিতা'-র অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, কথা না শুনলে রাজভবনে ধরনা দেওয়া হবে।

সাত দফা দাবিতে কমলপুর মৎস্য দপ্তরে ডেপুটেশন বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৭ সেপ্টেম্বর।। সারাভারত মৎস্যজীবি ও মৎস্য শ্রমিক ফেডারেশন অনুমোদিত ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবি ইউনিয়ন ''র কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ৭ দফা দাবি আদায়ে মৎস্য দপ্তরের সুপারের নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে বৃহস্পতিবার। এই গণডেপুটেশনের জন্য মহকুমার ফুলছড়ি, মানিকভান্ডার, হালহালি, দুর্গাচৌমহনী, মরাছড়া, জামথুম, কচুছড়া, সালেমা ও শান্তিরবাজার অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে শান্তির বাজার পার্টি অফিসে মৎস্যজীবীরা মিলিত হয়। শান্তিরবাজার থেকে কমলপুর-আমবাসা সড়ক ধরে আভাঙ্গা এস এফ অফিস পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার পথ মিছিল করে এস এফ অফিসের সম্মুখে সুখলাল দাসকে সভাপতি করে এক জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। জমায়েতে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সর্বভারতীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুধন দাস ,সি পি আই (এম) কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস, সংগঠনের রাজ্য ও মহকুমা কমিটির সম্পাদক মনিন্দ্র দাস, রাজীব দাস এবং বদরবোম হালাম।

এই জমায়েত থেকে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনিন্দ্র দাসের নেতৃত্বে ৬ সদস্যক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশনে মিলিত হয়। মৎস্য দপ্তরের সুপার জানান এই সাতদফা দাবি দপ্তরের উর্ধতন কতৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেবেন।

বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে অতিরিক্ত ফি, প্রতিবাদে বিক্ষোভ এসএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্পে উচ্চহারে ফি আদায় সহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি ও হিন্দি বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠন প্রতিবাদে সামিল হল। বৃহস্পতিবার সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজধানীর সিটি সেন্টার প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংঘটিত করা হয়। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীন স্কুলগুলিতে নবম শ্রেণী থেকে ইংরেজি মাধ্যম করার প্রচেষ্টা এবং উচ্চ হারে ফি আদায় করার প্রতিবাদে এদিন বিক্ষোভে সামিল হয় বাম ছাত্র সংগঠন এস এফ আই। বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব। তিনি জানান, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীন বাংলামাধ্যম স্কুলগুলির মধ্যে ইংরেজি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং এটা অত্যন্তই কঠিন বিষয় ।কারণ এর সাথে ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক বিষয় জড়িত রয়েছে। কারণ বাংলা মাধ্যমে স্কুলগুলির মধ্যে বহু ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে, যাদের পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল। তারা নবম শ্রেণী থেকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে গেলে যে আর্থিক ব্যয় বহন করা সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবে না। যার ফলে ইতিমধ্যেই বহু অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যাজ্যোতি স্কুল থেকে সরিয়ে অন্যথায় নিয়ে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক প্রকারভাবে সংকট বলা যায়। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীন স্কুলগুলির মধ্যে লাগামহীনভাবে ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য উচ্চহারে ফি আদায় করা হচ্ছে। এভাবে ফি বাড়ালে সিংহভাগ ছাত্রছাত্রীদের জন্য পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। কারণ এই সরকারের আমলে মানুষের কাজ খাদ্যের বড় অভাব। এই অবস্থায় এভাবে স্কুলগুলিতে ফি বৃদ্ধি করলে পড়াশোনার উপর প্রভাব পড়বে ছাত্রছাত্রীদের। তাই সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে বলে জানান সম্পাদক সন্দীপন দেব। তিনি বলেন তাই সরকারের উদ্দেশ্যে দাবি জানানো হচ্ছে যারা বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হয়েছে তাদের পরীক্ষার মাধ্যম নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা মাধ্যমেই রাখতে হবে। আর উচ্চ হারে ফি বৃদ্ধি হলেও এর ভুর্তুকি বহন করতে হবে সরকারকে।

প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ে কর্মসূচি পালিত তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ সেপ্টেম্বর।। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সর্বত্র। বৃহস্পতিবার এর কুফল সম্পর্কে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়ায়। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উদ্যোগে ও কবি নজরুল বিদ্যা ভবন দ্বাদশ এর ব্যাবস্থাপনায় তেলিয়ামুড়া টাউন হলে বৃক্ষে জলপ্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা বিধায়িকা কল্যাণী রায়। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের দুই আধিকারিক যথাক্রমে অপরাজিতা দাস ও তুলি চাকমা, কবি নজরুল বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিসুরাই দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কবি নজরুল বিদ্যালয়ের ইকো ক্লাবের কনভেনার রাখাল চন্দ্র রায়। এই সচেতনতামূলক আলোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যানী রায় উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য যে প্লাস্টিক দায়ী তা নিয়ে যাবতীয় তথ্য তুলে ধরে এবং আগামী দিনে সুন্দর সুস্থ ভাবে পরিবেশ এর ভারসাম্য রক্ষা করতে সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান রাখেন।

বিভিন্ন দাবিতে বামেদের মিছিল বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ সেপ্টেম্বর।। লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, ও কর্মসংসান নিশ্চিত করা সহ হাসপাতালে পরিষেবার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিবাদে , বামপন্থীদের মিছিল।বৃহস্পতিবার বার দুপুর বারটায় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ে থেকে একটি মিছিল সংগঠিত করে, মিছিলটি সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয় থেকে শুরু করে থানা চৌমুহনী হয়ে জগন্নাথ বাড়ী হয়ে মফিজ মিঞা থেকে এক নং টিলা এসে শেষ হয় এবং সেখানে হয় সভা,শুরুতে শ্রমিক নেতা বিজয় তিলক কে সভাপতি করে শুরু হয় সভার কাজ, সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে আজকের মিছিলের উল্লেখিত বিষয় গুলি নিয়ে এবং সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করে,পাশা পাশি জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের দাবি নিয়ে লড়াই আন্দোলন চলবে,এই লড়াই আন্দোলনে সকল অংশের জনগণ কে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন, এইদিনের সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন নেতৃত্বর, মিছিলের শুরুতে এই দাবি গুলোর প্লেকার্ড নিয়ে শ্রমজীবি অংশের জনগন এইদিনের মিছিলে সামিল হয়, মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দও, দক্ষিন জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার,বিধায়ক দীপংকর সেন, শ্রমিক নেতা ত্রিলোকেশ সিনহা, মহকুমা কমিটির সদস্য বাবুল দেবনাথ,রি পু সাহা ছাত্র যুব নেতৃত্ব গৌতম সেন, সুকান্ত মজুমদার সহ বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।